আমেরিকায় ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ, বহু শিক্ষার্থী গ্রেফতার

সারে-জমিন

তৃণমূল-বিজেপিকে হারাতে চাই: নওশাদ

রূপসী বাংলা

মালদ্বীপে কি চিনের প্রভাব আরও বাড়বে

সম্পাদকীয়

যে সাগর আজ বিস্তীর্ণ মরুভূমি

রবি-আসর

পাঞ্জাব হতে পারল না মুম্বাই

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৮ এপ্রিল, ২০২৪
১৫ বৈশাখ ১৪৩১
১৮ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 115 ■ Daily APONZONE ■ 28 April 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কপ্টারে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে আহত মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আবারও হেলিকপ্টার থেকে পড়ে আহত হয়েছেন। পুরো ঘটনাটি ভিডিও ফুটেজে ধরা পড়েছে। এই ফুটেজে মমতাকে গাড়ি থেকে নেমে হেলিকপ্টারের দিকে যেতে দেখা যাচ্ছে। তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। তিনি হেলিকপ্টারে ওঠেন, কিন্তু যখন তিনি সিটের সামনে পৌঁছান, তিনি হোঁচট খান এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিটের সামনে পড়ে যান।

মাস দেড়েক আগে আহত হন মুখ্যমন্ত্রী। সে বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে। ১৪ মার্চ ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার কপালে ব্যান্ডেজ করা হয়। ৪৪ দিন পর ফের চোট পান মমতা। হেলিকপ্টারে পড়েও নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কপালে চোট। তিনি দ্রুত উঠে হেলিকপ্টারে বসলেন। যদিও সপ্তাহ খানেক পরে, মুখ্যমন্ত্রী মাথায় লিউকোপ্লাস্ট নিয়ে প্রচারে নেমেছিলেন। রাজ্যের জেলাগুলিতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে বৈঠক করছেন তিনি। শনিবারও দুটি বৈঠক রয়েছে। একটি আসানসোলে অন্যটি কান্তিতে। এই সভায় যোগ দিতে দুর্গাপুর থেকে হেলিকপ্টারে যাচ্ছিলেন তিনি। যখন ঘটনাটি ঘটেছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী সভায় চোট নিয়ে কথা বলেননি।

প্রসঙ্গ সন্দেশখালিতে সিবিআই অভিযান

অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার ‘প্রমাণ’ নেই: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সন্দেশখালিতে অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার ‘প্রমাণ’ নেই। রাজ্য পুলিশকে না জানিয়েই তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। তিনি অভিযানের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, উদ্ধার করা অস্ত্র বা তদ সামগ্রীগুলি ‘কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মকর্তারা নিজেরাই নিয়ে আসতে পারেন’। মমতার অভিযোগ, বাংলায় বাজি ফাটলেও এনআইএ, সিবিআই, এনএসজি তদন্ত করতে আসছে। মনে হচ্ছে একটা যুদ্ধ চলছে। তল্লাশির বিষয়ে রাজ্য পুলিশকে জানানো হয়নি। তবে কী পাওয়া গেছে তা জানা যায়নি। কোনও প্রমাণ মেলেনি। বাজেয়াপ্ত করা জিনিসগুলি ওরা (সিবিআই) কোনও গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিল বলে দাবি মমতার। শনিবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি। সেখানেই মমতা সন্দেশখালিতে সিবিআই তল্লাশিতে বিপুল অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে মুখ খোলেন। শুক্রবার সন্দেশখালিতে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা শাজাহান শেখের এক সহযোগীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সার্ভিসের রিভলভার ও বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া শেখের প্ররোচনায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি টিমের ওপর জানুয়ারিতে হামলা চালানোর ঘটনায় এই তল্লাশি চালানো হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন নদীমাতৃক বদ্বীপ গ্রামে তল্লাশি চালায় সিবিআই, বোমা শনাক্তকরণ স্কোয়াড, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি), কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

শুক্রবার সিবিআই ও এনএসজি-র যৌথ অভিযানে সন্দেশখালির যে দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, সেখান থেকে কলকাতার যে দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তার হদিশ পেয়েছে সিবিআই। বহিষ্কৃত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আত্মীয়ের বাড়িতে যৌথ অভিযানে বিভিন্ন গোলাবারুদ ছাড়াও বেশ কয়েকটি দেশ-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক জব্দ করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, অভিযান চলাকালীন সিবিআই একটি গোলাবারুদের দোকান থেকে বেশ কয়েকটি ক্রয় বিল সহ বেশ কিছু নথিও হাতে পেয়েছিল, যার ফলে সিবিআই কলকাতার যে দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত গুলি এবং কার্তুজ কেনা হয়েছিল বলে জানা গেছে। বিলে ক্রেতা হিসেবে শাহজাহানের নাম রয়েছে বলে জানা গেছে। সিবিআই এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে যে কারা গোলাবারুদের দোকানে জিনিসগুলি কিনতে গিয়েছিল।

সূত্রের খবর, আমদানি করা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নিয়ে সিবিআইও ‘বিস্মিত’, কারণ ভারতে বেসরকারি বাজারে এই জাতীয় জিনিস কেনা বেচার অনুমতি নেই। শুক্রবার তল্লাশি অভিযানের সময় এ জাতীয় তিনটি রিভলবার এবং একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছিল।শুক্রবার সন্দেশখালির ওই বাড়ি থেকে একটি কোল্ট অফিসিয়াল পুলিশের রিভলভার বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। অন্যদিকে, সিবিআই ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

অভিযোগের বলা হয়, ২৬ এপ্রিল তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে সন্দেশখালির একটি ফাঁকা জায়গায় অভিযান চালিয়েছে অভিযোগ। চিঠিতে বলা হয়েছে, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার সময় এই অস্ত্রগুলি সত্যিই উদ্ধার করা হয়েছিল কিনা বা সেগুলি সিবিআই বা এনএসজি গোপনে রেখেছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনও উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের অভিযোগ, যদিও ‘আইনশৃঙ্খলা’ সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের আওতাধীন একটি বিষয়, তবে সিবিআই এই জাতীয় অভিযান চালানোর আগে রাজ্য সরকার বা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে কার্যকর করার জন্য কোনও পদক্ষেপযোগ্য নোটিশ জারি করেনি।

পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের একটি বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড নিয়ে অভিযানে সহায়তা করতে পারত বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

মেঘালয়ে তিন মুসলিম খুন, শান্ত থাকার আর্জি সাংমার

আপনজন ডেস্ক: জামাল আলী, নূর মোহাম্মদ ও জাহিদুল ইসলাম নামে তিন মুসলিম যুবককে নৃশংসভাবে হত্যার পর আসামে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিজ রাজ্যের গোলপাড়া জেলা থেকে মেঘালয় যাওয়ার পথে গাড়িতেই জীবন্ত দগ্ধ হন তিনজনই।

পূর্ব গারো পাহাড় জেলায় ১৭ এপ্রিল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে এবং মেঘালয়ে দ্রুত বিচারের দাবি উঠেছে।

এই ঘটনার একদিন পরে, এমএসইউএ আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাকে একটি চিঠি লিখে ট্রিপল মার্ডারের সিবিআই তদন্ত এবং নিহতদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে মুসলিম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অব আসাম। ছাত্রনেতা আশিক রব্বানি শুক্রবার বলেন, এমএসইউএর একটি প্রতিনিধি দল বিষয়টি নিয়ে মেঘালয় পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছে।

এই ঘটনার নিন্দা করে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেন, এই ঘটনা আমাদের সম্প্রদায়কে নাড়া দিতে পারে এমন নৃশংসতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, আমি এই জঘন্য সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাই। আমাদের সমাজে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো স্থান নেই এবং এটি আমাদের যৌথ মানবতার চরম লঙ্ঘন। ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের নীতিগুলি সমুন্নত রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

দেশের সংবিধান নষ্ট করতে চাইছে বিজেপি: অভিষেক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শর্মিলা সরকারের সমর্থনে জনসভা করেন অভিষেক ব্যানার্জি । তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন মোদী বলেছে ১০ বছরে তার সরকার টেলার দেখিয়েছে, এই ট্রেলার হচ্ছে ৪০০ টাকার গ্যাস হাজার টাকায় । চল্লিশ টাকার পেট্রোল ১০০ টাকায়, ৪০ টাকার ডিজেল ৯০ টাকায়, ৪০ টাকার ডাল ১৫০ টাকায়, ১৭ টাকার কেরোসিন ৭৫ টাকায়, ৭০ টাকার রসুন ৪৭০ টাকায় ,৫৫ টাকার সরষের তেল ২৫০ টাকায়। মমতা ব্যানার্জির সরকার লক্ষীর ভান্ডার দিচ্ছে মা-বোনেদের হাজার টাকা করে আর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্যান কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের লিংক করার জন্য হাজার টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

অভিষেকের অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইশতেহার প্রকাশ করেছে সেখানে অন্ন ,বস্ত্র , বাসস্থান, চাকরি এ বিষয় নিয়ে কোন কথা নেই তারা চাইছে ওয়ান নেশন ওয়ান ভোট। দেশের সংবিধানকে তারা নষ্ট করতে চাইছে। অনেকে আয়ুষ্মান ভারতে নিয়ে কথা বলতে চান আমরা বাংলায় প্রায় ১০ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি ।সেখানে আয়ুষ্মান ভারতের সুযোগ পেতে গেলে সুযোগ পেতে মাত্র ৮০ লক্ষ মানুষ। তাও সেই সব মানুষ সুযোগ পেতো না যাদের হাতে মোবাইল আছে যাদের বাড়িতে টিভি আছে রেডিও আছে মোটরসাইকেল আছে তারা এই সুযোগ সুবিধার মধ্যে আসতেন না। আমাদের স্বাস্থ্য সাথী যার মোবাইল আছে মোটরসাইকেল আছে তারাও কিন্তু এই স্বাস্থ্য সাথীর আওতাভুক্ত। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এক লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। অভিষেক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার এমপি তপশিলি জাতির বিষয়ক প্রশ্ন তুলেছিলেন তার উত্তরে কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায় বিচারক মন্ত্রী রামদাস অটোওয়াল যে তথ্য দিয়েছিলেন ২০১৭ সালে ৪৩ হাজার তপশিলিদের ওপর অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল । ২০২১ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৫১০০০। তার মধ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার যোগীর সরকারের তপশিলিদের উপর অত্যাচার সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ১৪৬ টি , তপশিলিদের প্রতি অপরাধের দ্বিতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে বিজেপি শাসিত সরকার রাজস্থান। তিন নম্বরে আছে বিজেপি শাসিত সরকার মধ্যপ্রদেশ । চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর আছে মহারাষ্ট্র ও বিহার । প্রত্যেকটি বিজেপি শাসিত সরকার। অভিষেক ব্যানার্জি আরো বলেন এই কেন্দ্রে অসীম সরকার ভোট চাইতে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন হরিণ ঘাটার বিধায়ক থাকাকালীন তিনি তপশিলিদের জন্য কি করেছেন তার কেন্দ্রের সরকার কি করেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলছেন যারা মাছ খায় তারা হচ্ছে হিন্দু বিরোধী। আপনারা হাত তুলুন কারা কারা মাছ খান না। যারা মাছ খান তারা হাত তুলুন। অভিষেক বলেন, বিজেপি সরকার সংবিধান বদল করতে চায়, পাঁচবারের ভোটকে একবার করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চায়।

আজমিরে মসজিদে ঢুকে কুপিয়ে খুন ইমামকে

আপনজন ডেস্ক: রাজস্থানের আজমিরের রামগঞ্জ থানা এলাকার একটি মসজিদে শনিবার ভোরে কুপিয়ে হত্যা করা হল এক ইমামকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৩টার দিকে খানপুরা কাঞ্চননগরের মুহাম্মাদী মদিনা মসজিদে তিনজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত ঢুকে ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ মাহিরকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ঘটনার সময় মাওলানার সঙ্গে পাঁচ-ছয়টি শিশুও উপস্থিত ছিল, তাদের সেখান থেকে ফেলে দেয় হামলাকারীরা। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশের দল। মাওলানা মহম্মদ মাহিরের মৃতদেহ জওহরলাল নেহেরু হাসপাতালের মর্গে রেখেছে পুলিশ।

রামগঞ্জ থানার অফিসাররা সিসিটিভি ফুটেজ স্ক্যান করতে ব্যস্ত হামলাকারীদের সম্পর্কে ক্লু পেতে।উত্তরপ্রদেশের রামপুরের বাসিন্দা মুহাম্মদ মাহির (৫২) গত সাত বছর ধরে এখানে শিক্ষকতা করছিলেন। গত বছরের অক্টোবরে মসজিদের ইমামের মৃত্যুর পর মাওলানা মুহাম্মদ মাহিরও ইমামতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। পুলিশ হামলাকারী ও খুনিদের সন্ধানে ব্যস্ত। উত্তরপ্রদেশের রামপুর এলাকার মৌলানা মাহির ৭ বছর আগে এখানে এসে বসবাস করতেন। . তিনি এখানে শিশুদের পড়াতেন। মাওলানার পরিবার রামপুরে থাকত। এখানে তিনি এক ডজনেরও বেশি শিশু নিয়ে একটি মসজিদে থাকতেন।

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে গোমাংস খাওয়ার অনুমতি দেবে: যোগী

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শুক্রবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে একগুচ্ছ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল শতবছররের পুরনো দল ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের গরুর মাংস খাওয়ার অধিকার দেবে, যা গরু জবাইয়ের অনুমতি দেওয়ার সমান। যোগী আদিত্যনাথকে উদ্ধৃত করে উত্তরপ্রদেশ বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, এই নির্লজ্জরা ‘গোমাওমান’ (গরুর মাংস) খাওয়ার অধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ আমাদের ধর্মগ্রন্থে গরু মাতা বলা হয়। তারা কসাইয়ের হাতে গরু তুলে দিতে চায়। ভারত কি কখনও এটা মেনে নেবে? যদিও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দাবি, তারা সংখ্যালঘুদের তাঁদর পছন্দের খাবার খাওয়ার স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা গোহত্যার অনুমতি দেওয়ার কথা বলছেন। উল্লেখ্য, গোমাংস রফতানির নিরিখে উত্তরপ্রদেশ দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। পাশাপাশি, একটি গরুর মাংস রফতানিকারক সংস্থা ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে বিজেপিকে অনুদান দিয়েছিল।

সম্ভল লোকসভা আসনের জন্য বিজেপি প্রার্থী পরমেশ্বর লাল সাইনির পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য আদিত্যনাথ মোরাদাবাদ জেলার বিলারিতে একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানেই তিনি এই কথাগুলি বলেন। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে যোগী কোনও প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেস ‘স্ত্রীধন’ (মহিলাদের সম্পদ) বাজেয়াপ্ত করতে চায় এবং তা রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বিতরণ করতে চায়।

তার আরও দাবি, কংগ্রেস তাদের ইস্তাহারে জনগণের সম্পত্তির এক্স-রে করার কথা বলেছে। অর্থাৎ কারও বাড়িতে চারটি ঘর থাকলে তার মধ্যে দু’টি তারা নিয়ে যাবে। তার অভিযোগ, কর্নাটকে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসিদের যে সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তার বাইরে মুসলিমদের কোটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ওরা।

প্রথম নজর

বৃষ্টি চেয়ে পুরোহিত ডেকে ব্যাঙের বিয়ে শান্তিপুরে

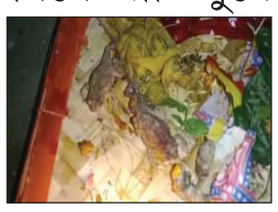

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: চলছে তীব্র দাবদাহ। সূর্যের প্রখর তাপে নাভিশ্বাস উঠছে আট থেকে আশি সকলের। তাপপ্রবাহের কারণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে। প্রয়োনজন ছাড়া রাস্তায় বেরোতে নিষেধ করেছে চিকিৎসকরা। তবে বৃষ্টির যে দেখা নেই। তাপপ্রবাহে শুকিয়ে যাচ্ছে জলাশয়, ফাটল ধরছে চাষের জমিতে। স্বস্তির আসায় প্রহর গুনছে বাংলাবাসী। তবে এবার বৃষ্টির আসায় নদিয়ার শান্তিপুরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধু এলাকার সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে দিলেন ব্যাঙের বিয়ে। শুক্রবার রাতে মহাধুমধাম করে ছাদনাতলা বানিয়ে, রীতিনিয়ম মেনে মন্ত্রচারণের মাধ্যমে এলাকাবাসী দিলেন ব্যাঙের বিয়ে। ডাকা হল পুরোহিত। হল সিঁদুর দান এবং মালা বদল।যদিও এই বিবাহ অনুষ্ঠান ঘিরে সাধরণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিবাহ অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল মহা ভোজের ব্যবস্থা। এলাকার সাধারণ মানুষরা জানাচ্ছেন বিগত তিন বছর ধরে এই তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে তারা ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে থাকেন।

থ্যালাসেমিয়া রোগীর পাশে মালদা ব্লাড সেন্টার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া রোগীর পাশে মালদা ব্লাড সেন্টার। মালদা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গনে, প্রাক নির্বাচনকালীন রক্তের সংকট মোচনে, মুমূর্ষু ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য প্রচন্ড তাপদাহের মধ্যে ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ ১৪৫ জন রক্ত বন্ধু সংকটময় মুহূর্তে রক্তদান করে মানবিকতার নজির গড়লেন।এই রক্ত দান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এম এস ভি পি. ডাঃ প্রসেনজিৎ কুমার বর, মালদা আই এম এর সভাপতি ডাঃ তাপস চক্রবর্তী, ব্লাড সেন্টারের ডাঃ এম হক, ডাঃ সুশান্ত ব্যানির্জী,ডাঃ সান্তনা চট্টোপাধ্যায়:, এম টি ল্যাব মধুসূদন পান্ডে এবং মালদা জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের রক্ত বন্ধুগণ।

নাম বিভ্রাটের জেরে নিরাপরাধ গৃহবধূকে গ্রেফতার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: গ্রেফতারি পরোয়ানাতে নাম বিভ্রাটের জেরে পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক নিরপরাধ গৃহবধূ। ধৃতকে শনিবার যখন হাওড়া আদালতে নিয়ে আসা হয় তখন আইনজীবীরা বুঝতে পারেন ভুল মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে পুলিশ তাকে আদালতে না পেশ করে পৌঁছে দেয় বাড়ি। নলপুর স্টেশনের কাছে ছেলেকে নিয়ে থাকেন মোমেনা সরকার (৫৪)। গতকাল সকালে মানিকপুর ফাঁড়ির পুলিশ তার বাড়িতে যান একটি বধূ নির্যাতন মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে। মোমিনাকে শনিবার সকালে সব প্রমাণপত্র নিয়ে ফাঁড়িতে দেখা করতে বলেন। সেই মতো শনিবার সকালে মোমেনা সরকার তার ছেলেকে নিয়ে মানিকপুর ফাঁড়িতে যান। তখন এক পুলিশ অফিসার জানান মোমিনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ধৃতকে শনিবার হাওড়া আদালতে পেশ করা হবে। এই ঘটনার পর ফাঁড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই মহিলা। ওই অবস্থায় তাকে নিয়ে আসা হয় হাওড়া আদালতে। তখনই ওই গ্রেফতারি পরোয়ানায় নাম বিভ্রান্তি নজরে পড়ে আইনজীবীদের। কি ছিল তাতে? মোমিনা সরকারের ছেলে জানিয়েছেন তার মাকে ২০১৫ সালের একটি বধূ নির্যাতন মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। যদিও তার বাড়িতে কোন গৃহবধূ নির্যাতন সংক্রান্ত কোনো মামলা নেই। যার নামে ওই গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল তার নাম মোমিনা বেগম। দুজনের বয়স এবং স্বামীর নাম আলাদা। তার বাবা সফিউদ্দিন সরকার বছর দশেক আগে মারা যান। মোমিনা বেগমের স্বামী শেখ শহিদুল। তার মায়ের নামে ওই মহিলা অন্য ঠিকানায় থাকেন। ছেলে সেলিম সরকারের অভিযোগ তার মা বারবার পুলিশকে নিজের পরিচয় জানালেও পুলিশ মানতে চায়নি। তাকে জোর করে এরেস্ট মেমোতে টিপসই করিয়ে হাওড়া কোর্টে নিয়ে আসে পুলিশ। এতে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই মহিলা। হাওড়া আদালতের আইনজীবীরা গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে যে নোটিশ তা খুঁটিয়ে পড়ে বুঝতে পারেন পুলিশ ভুল করায় এই সমস্যা তৈরি হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানিকপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি কে ফোন করলে তিনি ওই মহিলাকে বাড়িতে পাঠানোর উদ্যোগ নেন । সেই মতো মোমিনার চিকিৎসার পর তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিজেপি চাকরি খাচ্ছে, অভিযোগ অভিষেকের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: শনিবার বিকেল ২:৪৫ নাগাদ বীরভূমের খয়রাশোল গোষ্ঠডাঙ্গাল মাঠে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। সভামঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি কেন্দ্রের মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের ৪২ নম্বর আসনে এবারেও তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন গত তিনবারের সাংসদ শতাব্দী রায়। এই কেন্দ্রে প্রাক্তন আই পি এস অফিসার দেবাশীষ ধরকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। কিন্তু দেবাশীষ ধরের মনোনয়ন বাতিলের আশঙ্কা ভেবেই বিজেপি দেবতনু ভট্টাচার্যকেও প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা করিয়ে রাখার নির্দেশ দেন।স্কুটিনিং শেষে বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধরের মনোনয়ন বাতিল হলে দেবতনু ভট্টাচার্যকেই বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এদিন খয়রাশোলের সভা মঞ্চ থেকে অভিষেক ব্যানার্জি বলেন তৃণমূলের যেমন কিছু আবর্জনা ছিল, যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তাতে ফলাফল ভালো হয়েছে। তেমনি সরকারেরও আবর্জনা ছিল প্রাক্তন আইপিএস দেবাশীষ ধর। শীতলকুচিতে উনার নির্দেশেই পাঁচজনকে মেরে ফেলা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন। কোচবিহারের বিজেপি নেত্রী দীপা চক্রবর্তীর ভয়েস রেকর্ডিং নিজের মোবাইল থেকে শোনান। যেখানে দীপা চক্রবর্তী সরাসরি লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধের হুমকি দিয়েছেন। মোদির গ্যারান্টি হল পনেরো দিনে দুইবার প্রার্থী বদল। গ্রামীণ রাস্তার টাকা বন্ধ। আবাস যোজনার টাকা বন্ধ । আবাস যোজনার বিষয়ে বলেন রাজ্য সরকার আগামী ৩১শে ডিসেম্বর বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকা প্রাপকদের একাউন্টে পাঠিয়ে দেবে। চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন একদিকে দিদি চাকরি দিচ্ছে আর অন্যদিকে বিজেপি চাকরি খাচ্ছে।

হাওড়ায় ক্যা চালু নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বাম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হাওড়া পুরবোর্ডের তৎকালীন মেয়র থাকাকালীনই ‘ক্যা’ লাগু করার অনুমতি দিয়েছিলেন বর্তমান বিজেপির হাওড়া সদরের প্রার্থী ডা: রথীন চক্রবর্তী। তৃণমূল একদিকে সিএএ অর্থাৎ ক্যা নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হলেও ভিতরে ভিতরে বিজেপির সঙ্গেই তারা রয়েছে। শনিবার দুপুরে হাওড়ায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন হাওড়া সদরের বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। সব্যসাচীর আরও অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন সংস্থার বোর্ড ভাড়া করে নারী সুরক্ষা নিয়ে “মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি”, এবং “মহিলা আত্মমর্যাদা কেন্দ্র” সম্বলিত সিপিএমের বিজ্ঞাপন খোলাতে বিজ্ঞাপন সংস্থাকে হুমকি ও চাপ দিয়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমন ঘটনা ঘটেছে হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল চত্বরে। এনিয়ে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব-সহ স্থানীয় ক্লাব সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন সব্যসাচী। শনিবার দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়া বেলুড়ের কেদারনাথ মাল্টি-স্পেশালি হাসপাতালের দূরাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সরকার গড়তে বাম-কংগ্রেস প্রার্থী সেলিমকে জেতান: অধীর

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মোঃ সেলিমের সমর্থনে ডোমকল জনকল্যাণ মাঠে জনসভায় জনপ্লবন দেখা গেল এদিন কর্মী সমর্থকদের। অধীর চৌধুরি ও মুহাম্মদ সেলিম স্টেজে উঠতেই ইনক্লাব ও বন্দেমাতারম স্লোগান উঠে কর্মী সমর্থকদের।যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশাল ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান বহরমপুর লোকসভা ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেসের জোট প্রার্থী মোঃ সেলিম ও অধীর চৌধুরীকে। এদিনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ডোমকলের বিধায়ক আনিসুর রহমান, রানীনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোঃ কুদ্দুস আলী,বামের জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা সহ ব্লকের একাধিক বাম কংগ্রেসের নেতৃত্ব।এদিনের সভায় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী একাধিক ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে। তিনি বলেন ইন্ডিয়া জোটের কথা যারা আগে বলেছিলেন তারাই আগে পালিয়ে এসেছেন তাদের মধ্য রাজ্যর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা। তাই মুখে জোটের কথা বললেও আদতে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন মমতা। তাই এই জেলায় শুধু না গোটা রাজ্যর বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের জয়ী করতে হবে, বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্য অধীর বলেন প্রয়োজনে জান দিয়ে লড়াই করে সেলিমকে জেতাতে হবে সেই কাজে কোনো ঘরটি রাখা যাবে না কংগ্রেস কর্মীদের। তিনি আরো বলেন, মুর্শিদাবাদের কোনো বুথ দখল করতে পারবে না তৃণমূল কংগ্রেস,তাই তৃণমূল কে ভয় পেয়ে লাভ নেই যদি কোথাও বুথ দখল করতে যায় আমাদের খবর দেবেন, আমরা দেখে নেব বলেও কর্মীদের মনোবল বাড়ায়। সেলিমের সম্পর্কে অধীর বলেন পার্লামেন্টে যোগ্য সাংসদ সেলিম তার বক্তব্য বিজেপিকে চুপ করে দিয়েছে তাই তার মতো যোগ্য ব্যক্তিকে সংসদে পাঠাতে হবে। এদিনের সেলিম তার বক্তব্যর মধ্য বলেন আমাদের এই জোট শুধু লোকসভা নির্বাচনের জন্য নয় এই জোট আগামী বিধান সভাতেও একই ভাবে লড়াই করবে বলে তিনি জানান। তাই ২০২৪সালে তো জিতবোই আর ২০২৬সালে ১৪তোলা থেকে মমতা কে জোটের সমর্থনে নামিয়ে ছাড়ব। তিনি আরো বলেন এই নির্বাচন শুধু বাম বা কংগ্রেসের না এই নির্বাচন মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের ,তাই যেমন আমি মুর্শিদাবাদ লোকসভায় দাঁড়িয়েছি বামের প্রার্থী ঠিক তেমন ভাবে বহরমপুরে অধীর দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের প্রতীকে তাই আমাদের সকলকে মিলে একসঙ্গে জোট প্রার্থী দের জয়ী করতে হবে। তিনি আরো বলেন তৃণমূল পুলিশ ছাড়া একলা চলতে পারেনা তাই পুলিশ বাদ দিলে তৃণমূলের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ।আগামী ১৩ মে পর্যন্ত আজকের যে জোস সেই জোস ধরে রাখতে হবে আমাদের বাম কংগ্রেস জোটের কর্মী সমর্থকদের।

বিজেপির সব জি হুজুর জি হুজুর, সংসদে বলার ক্ষেমতা নেই: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: উত্তর মালদায় বিজেপির হয়ে ভোটে কে যেন দাঁড়িয়েছে খগেন মুর্মু। এরা কারা। আমি যখন বিধানসভায় ছিলাম আমার উল্টো দিকে বসত। তখন চুপ করে থাকতো। এমপি মানে কি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এমপি লড়াই করবে। পুলিশে লড়াই করেছে এখন এমপি হয়ে লড়াই করবে। খগেন মুর্মু কিসের এমপি কাউন্টিং । কাউন্টিং মানে জানেন। শনিবার মালদায় তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে গিয়ে বক্তব্য রাখার সময় এভাবেই বিজেপি প্রার্থীকে রাজনৈতিক নিশানা করেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরো বলেন, বিজেপি প্রার্থী সকালে যখন গরু চড়াতে যায় রাত্রিবেলা যখন ফেরে তখন এক দুই তিন চার এই পাঁচটা আমাদের গরু। ভেড়া কটা আছে? আমার তো ১১ টা ভেড়া এক দুই তিন করে নিয়ে যা।ও ১১ টা হয়ে গেছে? হ্যাঁ নিয়ে যা এরা হচ্ছে কাউন্টিং এর ভেড়া। চারশো গুনছেন ৪০০ এমপি নয় ,৪০০ টি ভেড়া চাইছে। এরা সব ভেড়া, জি হুজুর জি হুজুর । সংসদে গিয়ে বলার ক্ষমতা আছে। যেখানে গিয়ে বাংলার মানুষের কথা, মালদার মানুষের কথা ১০০ দিনের টাকা ফেরানোর কথা বলতে পারবে। ওখানে গিয়ে ভ্যা ভ্যা করবে। এমনি মন্তব্য করেন মালদার রতুয়ার নির্বাচনী প্রচারে এসে ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি রতুয়ার সম্বল পুর এলাকায় ফিরহাদ বলেন, ভোট কাটাকাটি করার জন্য কংগ্রেস প্রার্থীরা লড়াই করছেন। বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পরাস্ত করতে চাইছে। বিজেপির দালাল হয়ে কাজ করছে কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রসুন ব্যানার্জীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভাতে এইভাবে কংগ্রেসকে আক্রমন করলেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরো বলেন কংগ্রেস এক ন্যাংড়া সাথে সিপিএম ন্যাংড়া। দুইজন মিলে জোট করে নির্বাচনে লড়ছে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না। বিজেপির সাথে তৃণমূল কংগ্রেস পারবে লড়াই করতে। ফিরহাদ হাকিম আরো বলেন ,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভেড়া ও ছাগল বিজেপির প্রার্থীরা। পাল্টা উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু বলেন, যারা তোয়ালায় মুড়ে টাকা নেয়,গরু, কয়লা চাকরি সব খায় তাদের মুখে এসব কথা মানায় না। ওদের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লোক হয় না ।মালদায় প্রধানমন্ত্রী সভায় লোক দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে আর সেই কারণেই এসে এসব ভুলভাল কথা বকছেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মালদহ উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জীর হয়ে শনিবার মালদহের রতুয়ার চাঁদমণী-১ অঞ্চলে এবং সম্বলপুর অঞ্চলে মন্ত্রী ও তার মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম জনসভা করেন।

তৃণমূল-বিজেপিকে হারাতেই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি: নওশাদ সিদ্দিকী

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়ার কালীনগরে প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যম দিয়ে নির্বাচনী প্রচারের ঝড় তুলল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। প্রসঙ্গত,কয়েকদিন আগেই উলুবেড়িয়া লোকসভার আইএসএফ মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলামের সমর্থনে কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছিল বাগনান লাইব্রেরী সংলগ্ন এলাকার একটি মাঠে।কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে ওই কর্মীসভার অনুমতি না মেলায়,অবশ্য দলের তরফ থেকে চা চক্রের আয়োজনের মাধ্যমেই প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করে গিয়েছিলেন ভাঙড় কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আইএসএফ চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী। শনিবার বিকেল থেকে চলা ওই কর্মীসভায় সন্ধ্যা ৭টার পর এসে উপস্থিত হন নওশাদ সিদ্দিকি।উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভার কালীনগর চৌরাস্তার মাঠে জনসভা করে ভোটের প্রচার শুরু করে আইএসএফ। সভা থেকে বক্তব্য রেখে ভোট প্রার্থনা করেন প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলাম।সভা থেকেই সিপিএম, কংগ্রেস,বিজেপি-সবাইকে আক্রমণ করেন নওশাদ। ছাড় পায়নি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলও।উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে জোট না হওয়া প্রসঙ্গে তীব্র আক্রমণ করেন বামেদের। নওশাদ বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এরা দলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় নেই। সিদ্ধান্ত নেয় উপরতলার কয়েকজন নেতা। কিন্তু তার জন্যই আমাদের আলাদা লড়াই করতে হচ্ছে। যদিও এই লড়াইয়ে আমরাই জয়ী হব।’ নওশাদের কথায়, ‘উলুবেড়িয়ার মানুষ ঠিক করে দেবেন উলুবেড়িয়া আসনে কে জিতবে। বিজেপি ও তৃণমূলের চরম ব্যার্থতা কে সামনে রেখেই আমরা এই উলুবেড়িয়ার লোকসভায় জিতব। নওশাদ দলীয় কর্মীদের বুথ স্তরে সংগঠন মজবুত করার নির্দেশ দেন। তিনি কর্মীদের বলেন, ‘আপনারা বুথ কমিটি তৈরি করে বাড়ি বাড়ি যান। মানুষের কাছে ভোট চান। অর্থাৎ উলুবেড়িয়ার লোকসভার আসনের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক যে আইএসএফ পাখির চোখ করে তা এদিনের এই সভা থেকেই পরিষ্কার।

জাতীয় সড়কে শরবত সেবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৈশাখ মাস পড়তেই শুরু হয়েছে তীব্র দাবদাহ। যার জেরে নাজেহাল সাধারণ মানুষ থেকে পথ চলতি গাড়িচালক সকলেই। নাজেহাল অবস্থা থেকে গরমে কিছুটা স্বস্তি দিতে শরবত সেবায় এগিয়ে এলো সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শনিবার সাগরদিঘী থানার রতনপুর এলাকায় ৩৪(১২) নম্বর জাতীয় সড়কের উপর শরবত সেবা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ট্রাক চালক থেকে বাইক চালক, অর্থাৎ রাস্তায় যাতায়াত করা সকল পথচারীকে তীব্র গরম থেকে স্বস্তি দিতে শরবত বিতরণ করে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায়ের উৎসাহে সঞ্জীব দাস, মির্জা জজবুল, মিঠুন দাস, সাবিরুল সেখের মতো যুবকরা এই কর্মসূচিতে এগিয়ে আসে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথযাত্রীদের ঠান্ডা পানীয় জল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: তীব্র দাবদাহে বসিরহাটের বিভিন্ন স্থানে সপ্তাহব্যপী পথযাত্রীদের সরবত বিতরণ কর্মসূচী নেশানস্ ভয়েস সংগঠনের। শনিবার বসিরহাটের নেওরা দিঘী মোড়ে জলের সরবত বিতরণ করা হয় পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে। এবিষয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাতিন মুফতি বলেন, স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের স্বপ্ন নিয়ে, সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করতে, সকল ভারতীয়ের স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, নিরাপত্তা তথা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, বিদগ্ধমানুষদের ভাবনার সমন্বয়ে, তরুণদের নিয়ে ২০২০ সালে গড়ে ওঠে মূল্যবোধ ভিত্তিক সংগঠন “নেশানস্ ভয়েস” সংগঠন প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ধারাবাহিক সৃষ্টির কল্যাণে বহুমুখী কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত পদযাত্রীদের সরবত বন্টনের কর্মসূচীটি সেই ধারাবাহিক কর্মধারার ক্ষুদ্র একটি অংশ।

ছবি: সামিম কয়াল

তুলসীহাটায় আসছেন মমতা, জোর প্রস্তুতি

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র উপ বাজার চত্বরে ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ নির্বাচনী জনসভায় আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। শনিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন মালদা জেলা পুলিস সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। সঙ্গে ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার,রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম ও ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।কিভাবে অবতরণ করবে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার, হেলিপ্যাড ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ কতটুকু এগিয়েছে, সভাস্থলের প্রবেশ এবং প্রস্থান পথ কোন দিক থেকে থাকবে সমস্তটাই খতিয়ে দেখেন পুলিস আধিকারিকরা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সভা নিয়ে ব্যাপক উৎসাহিত ঘাসফুল শিবির। তাদের দাবি এই জনসভা ঐতিহাসিক জনসভা হবে। মোদীর জনসভার থেকেও ভিড় দ্বিগুণ হবে।

তীব্র দহনকে উপেক্ষা করে মাঠে কৃষকেরা

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: আকাশে নেই স্বস্তির বৃষ্টি। কিন্তু রোদের তীব্র দহনকে উপেক্ষা করেই মাঠের পাকা ধান বাড়িতে তুলে আনার জন্য কৃষি কাজে নেমে পড়েছেন কৃষকেরা। বেলা দশটা এগারোটা বাজতেই তীব্র রোদের ঝলকানিতে শুন সান হয়ে যাচ্ছে রাস্তা ঘাট। বৈশাখের মাঝামাঝি সময়ে মাঠের বোরো ধান পেকে গেছে। এই সময় স্বস্তির বৃষ্টি না হলেও অন্তত মাঠের পাকা ধান নির্বিঘ্নে বাড়িতে তুলে আনতে পারছেন কৃষকেরা। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে ঠিকই। গ্রামীন এলাকায় কৃষি যন্ত্রের ব্যবহারের সুবিধা হয়তো তারা জানেন। নলহাটি ২ নং ব্লকের গোপালচক গ্রামের কৃষক হাবিবুর রহমান, জাকির হোসেন বলেন, ধান কাটা মেশিনের অনেক দাম। যা কেনা সম্ভব নয়।ভাড়া করে হয়তো বাইরে থেকে আনা যায়। কিন্তু রাস্তার ধারের জমির ধান না ওঠা পর্যন্ত সেই বড় মেশিন মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যার ফলে শরীরটাই তাদের সম্ভবল।গা খাটিয়েই তাদের কৃষিকাজ করে নিতে হয়।প্রতি বছর বোরো ধান কাটার সময় কাল বৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে মাঠের ধান, ঘর,বাড়ি গাছপালা লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। কিন্তু এবছর কাঠফাটা রোধে মাঠ, ঘাট,অফিস, আদালত শহর, বাজার, হাসপাতাল সর্বত্রই মানুষ থেকে পশু পাখি হাসফাসিয়ে উঠছে ঠিকই। কিন্তু এবছর অন্তত কৃষকেরা রোদের তীব্র দহনকে উপেক্ষা করে সকাল সকাল মাঠে গিয়ে দুপুর হতেই কৃষি কাজ অনেকটাই নিজের মতো করে নিতে পারছেন কৃষকেরা। কারণ অন্যান্য বছর বোরো ধান তোলার সময় কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে মাঠের শুকনো পাকা ধান বৃষ্টির জলে ভিজে নাজেহাল অবস্থায় পড়ে যান কৃষকেরা। যার ফলে কৃষকের অল্প লাভজনক কৃষি জমির ধান তুলে আনতে খরচ হয়ে যায় অধিক টাকা। কিন্তু এ বছর স্বস্তির বৃষ্টিও নেই। আকাশে বৃষ্টির গন্ধ নেই। গত দু সপ্তাহ ধরে জেলা জুড়ে ৩৯ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছে তাপমাত্রা। যার ফলে খাঁ খাঁ করছে মাঠঘাট গ্রামগঞ্জ থেকে শহর বাজার।এই তীব্র দহনে বিভিন্ন কাজে যারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন তারা শরীরে আরাম নিতে আখের রস সহ তাদের অন্যান্য ঠান্ডা খাবারের চাহিদাও বাড়ছে।

প্রথম নজর

১ ঘণ্টায় ১১২৩ গাছের সঙ্গে কোলাকুলি, বিশ্ব রেকর্ড মার্কিন যুবকের

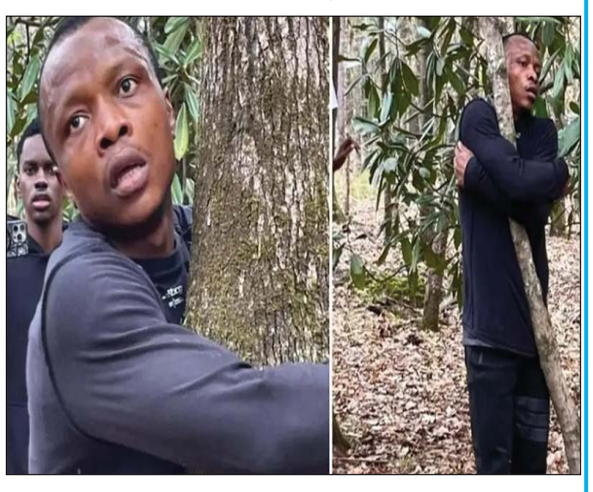

আপনজন ডেস্ক: ঘানার বাসিন্দা আবু বকর তাহিরুর প্রকৃতির প্রতি টান সেই ছেলেবেলা থেকেই। পড়াশোনাও করছেন গাছ-গাছালি নিয়ে, অর্থাৎ বনবিদ্যা বিভাগে। আর সেই গাছ নিয়েই এবার বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি। মাত্র এক ঘন্টায় ১ হাজারের বেশি গাছের সঙ্গে কোলাকুলি করে গিনেস বুকে নাম লিখেছেন ২৯ বছর বয়সী আবু বকর। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইউপিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আবু বকর ১ ঘন্টায় ১ হাজার ১২৩টি গাছের সঙ্গে কোলাকুলি করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যের তুস্কেগি ন্যাশনাল ফরেস্টে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি। তিনি রোজা রেখেই এই কাণ্ড করেছেন। এর ফলে তাকে যেমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে, তেমনি সুফলও পেয়েছেন। জানা গেছে, এই রেকর্ড গড়ার সময় আবু বকরকে বেশকিছু শর্ত মানতে হয়েছে। যেমন দুই হাত দিয়ে গাছকে জড়িয়ে ধরতে হবে। তবে এই সময় গাছের কোনো ক্ষতি হতে পারবে না। কোনো গাছকে এক বারের বেশি জড়িয়ে ধরা যাবে না। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে আবু বকর বলেছেন, পুরো প্রক্রিয়ায় একবারও জল পান করতে না পারাটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। বিশেষ করে শারীরিক পরিশ্রমের দিক থেকে। তবে পরে এটি একটি সহায়ক উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আমাকে পানি পানের জন্য কোনো বিরতি দিতে হয়নি। ফলে একটানে শুরু থেকে শেষ করতে পেরেছি।

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে গ্রেফতারর ১৯ হাজার

আপনজন ডেস্ক: সৌদি কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহে ১৯ হাজার ৫০ জনকে আবাসন, কাজ ও সীমান্ত নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছে। সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে।
একটি সরকারি প্রতিবেদন অনুসারে, মোট ১১ হাজার ৯৮৭ জনকে আবাসিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টার দায়ে চার হাজার ৩৬৭ জন এবং আরো দুই হাজার ৬৯৬ জনকে শ্রম সম্পর্কিত সমস্যার জন্য আটক করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবৈধভাবে দেশে প্রবেশের চেষ্টার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া এক হাজার ১১ জনের মধ্যে ৬১ শতাংশ ইথিওপীয়, ৩৬ শতাংশ ইয়েমেনি এবং ৩ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক।
এ ছাড়া আরো ২৪ জন প্রতিবেশী দেশগুলোতে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে ধরা পড়েছে এবং ১৮ জনকে আইন লঙ্ঘনকারীদের পরিবহন ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য আটক করা হয়েছে।
সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, পরিবহন, আশ্রয় প্রদানসহ দেশে অবৈধ প্রবেশের চেষ্টা করা কাউকে সুবিধা দিলে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড, এক মিলিয়ন সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা এবং সেই সঙ্গে যানবাহন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

আমেরিকায় ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ, পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেড়েছে ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভের প্রবণতা। তারা নিজ নিজ ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনতার পক্ষে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কিন্তু তাদের বিক্ষোভে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে ৫৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের দাবি, যেসব প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলে বিনিয়োগ করছে এবং গাজা যুদ্ধে ইন্ধন দিচ্ছে তাদের কার্যক্রম যেন বন্ধ করা হয়।
বিক্ষোভকারীরা বলছেন, তারা গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিতে রাজি কিন্তু তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামাবে না।
রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গত সপ্তাহে প্রায় ৫৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হার্ভার্ড, কলাম্বিয়া, ইয়েল, ইউসি বার্কলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, বিক্ষোভগুলো প্রায়শই অনুমোদন ছাড়াই এবং তা প্রতিরোধ করতে পুলিশ ডাকা হয়।
গত দুই দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকদের নির্দেশে আইন প্রয়োগকারীরা আটলান্টার এমরি ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে টেজার এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছে। কর্মীরা বলছেন, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা সজ্জা পরিহিত এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে থাকা অফিসাররা টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ভণ্ডুল করেছে।
এমরি ইউনিভার্সিটিতে একজন অধ্যাপককে মাটিতে ফেলার এবং হাতকড়া পরানোর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায় পুলিশ একজন শিক্ষার্থীকে মাটিতে ফেলে ধস্তাধস্তি করছে। প্রফেসর ক্যারোলিন ফোহলিন তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন।
বিক্ষোভকারীদের একটাই কথা, তারা গাজার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একাত্মতা জানায়। তারা চায় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসরায়েলের সঙ্গে জড়িত সেগুলোতে এবং গাজা যুদ্ধে ইন্ধন জোগায় এমন অস্ত্রে তাদের বিনিয়োগ কমিয়ে আনুক।
এই সপ্তাহের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, স্পষ্ট ইহুদি বিরোধীতার কোনো ঠাঁই কলেজ ক্যাম্পাসে নেই। তবে হোয়াইট হাউস বলেছে, রাষ্ট্রপতি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেন।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তারের নিন্দা করেছে এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের বাক স্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান করার আহ্বান জানিয়েছে।

আমেরিকা ছাড়িয়ে ইউরোপে ইসরায়েলবিরোধী আন্দোলন

আপনজন ডেস্ক: বেশ কয়েক দিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েলবিরোধী আন্দোলন চলছে। এবার সেই আন্দোলনের স্রোত আমেরিকা পাড়ি দিয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে।
শুক্রবার লন্ডন ও কভেন্ট্রিতে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন ব্রিটিশ শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে ইহুদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।
সিএনএনের বরাতে ইরনা জানিয়েছে, এদিন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জড়ো হয়ে ইসরায়েলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের প্রতিবাদ করেছেন।
ভিডিওতে দেখা যায়, সেন্ট্রাল লন্ডনের গাওয়ার স্ট্রিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসের বাইরে শিক্ষার্থীরা ভিড় করেছেন। এ সময় তাদের হাতে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড দেখা গেছে।
ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের 'অ্যাকশন ফর প্যালেস্টাইন' গ্রুপ এই বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। এ ছাড়া শুক্রবার ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভ ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও বিক্ষোভ করেছেন।
এদিকে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার প্রতিবাদে এখনো উত্তাল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা তাঁবু গেড়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন। রাত-দিন বিভিন্ন সময় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে মিছিল নিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখছেন।
আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানও বয়কট করছেন।
এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলন দমাতে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রেছেছে দেশটির পুলিশ। ইতিমধ্যে কয়েকশ শিক্ষার্থী পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে গ্রেপ্তার, ধ্বস্তাধ্বস্তি, হুমকি, বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমাতে পারছে না মার্কিন প্রশাসন।
গেল ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে চলা এ হামলায় উপত্যকাটিতে ৩৪ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া খাদ্য, পানি ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে তীব্র মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে সেখানে।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে ইসরায়েল: হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল হামাস, তাতে সাড়া দিয়েছে ইসরায়েল। গোষ্ঠীর মুখপাত্র খলিল আল হায়া শনিবার কাতার থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
হামাস প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে খলিল আল-হাইয়া বলেছেন, আজ ১৩ এপ্রিল মিসরীয় এবং কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে উপস্থাপিত প্রস্তাবের বিষয়ে ইসরায়েলের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে হামাস।
তবে বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়ায় কী কী বলা হয়েছে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
গাজা ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ। এরমধ্যে কয়েকবার গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু হয়ে কোনো সমাধান ছাড়াই স্থগিত হয়ে যায়। আলোচনায় কোনো পক্ষই নিজেদের অবস্থান থেকে নড়তে নারাজ। শুক্রবার ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ইসরায়েল সফর করেছে একটি মিসরীয় প্রতিনিধি দল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা বৈঠকের বিষয়ে জানান, ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে এবং হামাস যোদ্ধাদের হাতে জিম্মি ইসরায়েলিদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনার শুরু করার উপায় খুঁজছেন তারা।
এই কর্মকর্তা বলেছেন, ইসরায়েলের কাছে নতুন কোনো প্রস্তাব নেই। তবে তারা সীমিত যুদ্ধবিরতির বিষয়টি বিবেচনা করতে আগ্রহী, যেখানে ৪০ জন জিম্মির পরিবর্তে ৩৩ জনকে মুক্তি দেবে হামাস।
গাজায় চলমান এই সংকটের ইতি টানতে হামাসকে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ১৭টি দেশ। বৃহস্পতিবার এমন আহ্বান জানায় দেশগুলো। তবে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হামাস। শুক্রবার জারি করা একটি বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি সাফ জানিয়েছে, তারা শুধু ফিলিস্তিনিদের চাহিদা এবং অধিকারকে মূল্যায়ন করে এমন যে কোনো ধারণা বা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে উন্মুক্ত।

গাজা নীতির বিরোধিতা করে পদত্যাগ করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র মুখপাত্র

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের গাজা নীতির বিরোধিতা করে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরবি ভাষার মুখপাত্র হালা রাহারিত পদত্যাগ করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিঙ্কডইনে এক পোস্টে এ তথ্য নিজেই নিশ্চিত করেছেন তিনি।
লিঙ্কডইন পোস্টে তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মানজনক পদে ১৮ বছর চাকরি করার পর ২০২৪ সালের এপ্রিলে আমি পদত্যাগ করেছি। গাজা ইস্যুতে মার্কিন সরকারের নীতিই এর কারণ। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, একসময় মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা দুবাই রিজিওনাল মিডিয়া হাবের উপপরিচালক ছিলেন হালা রাহারিত। এই সংস্থাটি আরব বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। তারপর ২০০৬ সালে রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কর্মকর্তা এবং আরবি ভাষার মুখপাত্র হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগ দেন তিনি।
অবশ্য হালা রাহারিতই প্রথম কর্মকর্তা নন, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের গাজা নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন। গত মার্চে একই ভাবে পদত্যাগ করেছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের মানবাধিকার ব্যুরোর কর্মকর্তা অ্যানেলি শেলিন। তার আগে গত জানুয়ারিতে পদত্যাগ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তারিক হাবাশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভ, নারী অধ্যাপককে মাটিতে ফেলে গ্রেফতার!

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলার প্রতিবাদে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উত্তাল যেন এখন তুঙ্গে। সপ্তাহজুড়েই শিক্ষার্থীদের দমন করার জন্য বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুলিশের আশ্রয় নিয়েছে; গ্রেফতার হয়েছেন শত শত শিক্ষার্থী।
সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবরে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার এরইমধ্যে জর্জিয়ার আটলান্টায় অবস্থিত এমোরি ইউনিভার্সিটির কয়েক ডজন বিক্ষোভকারীর ওপর চড়াও হয়েছে পুলিশ। এমনকি নারী এক অধ্যাপককেও গায়ের জোরে মাটিতে ঠেসে ধরে হাতকড়া পরায় তারা।
মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রচার করেছে। ভিডিওটি এরইমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, অ্যামোরি ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ক্যারোলাইন ফলিন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া শিক্ষার্থীদের বিষয়ে কথা বলতে গেলে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা তার ওপর চড়াও হয় এবং চোখের পলকেই তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে।
ভিডিও থেকে আরো দেখা গেছে, একপর্যায়ে অপর এক পুলিশ কর্মকর্তা এসে অধ্যাপক ফলিনকে চেপে ধরে তার বুকের নিচে চাপা পড়ে থাকা হাতটি বের করে এনে দুই হাতই পিছমোড়া করে এবং হাতকড়া পরিয়ে দেয়।
সিএনএনের শেয়ার করা ভিডিও থেকে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার ভোরে এমোরি ইউনিভার্সিটির আটলান্টা ক্যাম্পাসে তাবু গেঁড়ে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীসহ অন্যান্যরা। এ সময় পুলিশ সেখানে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয়।
বিক্ষোভকারীদের কয়েকজনকে গ্রেফতারের পর সবাই মিলে চিৎকার দিয়ে উঠে।
একপর্যায়ে ফোলিনকে যখন মাটিতে ফেলে হাতকড়া পড়াতে থাকে পুলিশ তখন একদল প্রতিবাদকারীরা তাদের ঘিরে ফেলে এবং পুলিশকে গালি দিতে শুরু করে। এক বিক্ষোভকারী পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, তোরা হিটলার! তোরা পাগলা কুকুর! তোরা ফ্যাসিস্ট! তোদের লজ্জা নেই।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৭ মি.

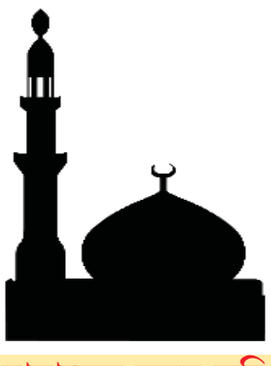

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪০	৫.০৫
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৭	
এশা	৭.২১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান

আপনজন ডেস্ক: জাপানের বোনিন দ্বীপপুঞ্জে ৬ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শনিবার এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। খবর রয়টার্সের। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ এর বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে এতে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনো তথ্য জানানো হয়নি। ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০৩ দশমিক ২ কিলোমিটার গভীরে। মার্কিন জাতীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পের ফলে সেখানে সুনামির কোনো আশঙ্কা নেই।

ইরাকের জনপ্রিয় টিকটকারকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: ইরাকের জনপ্রিয় টিকটক তারকা ওম ফাহাদকে গত শুক্রবার রাতে বাগদাদের পূর্বাঞ্চলীয় জাইউনা জেলায় নিজ বাড়ির সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। টিকটকে তার হাজার হাজার অনুসারী রয়েছে।
সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, শুক্রবার রাতে কালো পোশাক ও হেলমেট পরা একদল লোক মোটরবাইকে করে এসে কিছুটা পথ হেঁটে একটি কালো রংয়ের এসইউভি গাড়িতে গুলি চালায়। ওই গাড়িতেই টিকটক তারকা ওম ফাহাদ বসে ছিলেন।
ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাকে হত্যার কারণ উদঘাটনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওম ফাহাদের প্রকৃত নাম গুফরান সায়াদি, টিকটকে তার অর্ধ মিলিয়ন অনুসারী রয়েছে। পপ মিউজিকের সঙ্গে নেচে ভিডিও তৈরি করে সেগুলো টিকটিকে শেয়ার করতেন তিনি।
ওম ফাহাদের ভিডিওতে শালীনতা নষ্ট করে- এমন বক্তব্য এবং জনসাধারণের নৈতিকতা ভঙ্গের দায়ে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন দেশটির আদালত। যদিও তার ভিডিওগুলো ১০ লাখের অধিক ভিউ হয়েছে।
ওম ফাহাদের অশালীন ভিডিও তৈরি ইরাকি সমাজ এবং পারিবারিক সংস্কৃতিতে কতটা প্রভাব পড়ে তা জানার জন্য ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি কদন্ত কমিটি গঠন করে।

কেনিয়ায় অতিবৃষ্টি-বন্যায় ৭০ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় অতিবৃষ্টি ও বন্যায় অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন ২২ জন এবং নিখোঁজ রয়েছেন আরো ৮ জন। বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দোষ দিচ্ছেন।
শুক্রবার এক এক্স বার্তায় কেনিয়া সরকারের মুখপাত্র আইজ্যাক মাউরা জানিয়েছেন, গত মার্চের মধ্যভাগের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে অতিবৃষ্টি-বন্যায় ৭০ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে চলতি সপ্তাহে রাজধানী নাইরোবিতে টানা বৃষ্টিতে ৩২ জনের প্রাণ গেছে। এ ছাড়া দেশটির রিফ্ট ভ্যালি অঞ্চলে আরো ১৫ জনের প্রাণ গেছে।
সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার কেনিয়ার দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া কমিটি বৈঠক করেছে।
সরকারি প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, কেনিয়ায় বন্যার কারণে ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
কেনিয়া সরকার 'জরুরি সাড়া দেওয়ার' জন্য ২ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের তহবিল ছাড় করার চেষ্টা করছে। এ অর্থ দিয়ে অবকাঠামো সংস্কার, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরিভিত্তিতে আবাসন তৈরি করা এবং খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে।
দেশটির শিক্ষা বিভাগের মুখ্যসচিব বেলিও কিপসাং জানান, বন্যায় নাইরোবিতে ৬৪টি সরকারি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানীতে অবস্থিত সরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

ইউক্রেনকে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র দিচ্ছে পেন্টাগন

আপনজন ডেস্ক: পেন্টাগন জানিয়েছে তারা দ্রুতই নতুন সামরিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ইউক্রেনকে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এজন্য প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন। তবে এ প্যাকেজে প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স ব্যাটারি থাকবে না। প্রতিটি প্যাট্রিয়ট ব্যাটারির (পূর্ণাঙ্গ ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেম) দাম প্রায় এক বিলিয়ন ডলার আর প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্রের দাম প্রায় চল্লিশ লাখ ডলার।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান বিমান হামলা মোকাবিলায় প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র জরুরি প্রয়োজন যা এখনি জীবন রক্ষা করতে পারে ও করা উচিত।
সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে একটি সূত্র জানিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার যে ৬০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজে স্বাক্ষর করেছেন তারই অংশ হিসেবে এই ছয় বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে ইউক্রেনকে।
শিগগিরই আরও এক বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দেওয়া হবে।
লয়েড অস্টিন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা সহায়তা প্যাকেজ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে এবং খুব শিগগিরই এগুলো ইউক্রেনকে সরবরাহ করা হবে।
এর মধ্যে আছে বিমান প্রতিরক্ষা যুদ্ধাস্ত্র, কাউন্টার ড্রোন সিস্টেম এবং গোলাবারুদ (তবে প্যাট্রিয়ট নয়)।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা, ১৫ বৈশাখ ১৪৩১, ১৮ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ইহা লইয়া একদিকে তৈরি হইয়াছে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে উত্কণ্ঠা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ–ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেই থাকিবে। অবশ্য খোদ সাইন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি এমন তর্কবিতর্ক এখনো চলিতেছে না? এমন প্রশ্ন থাকিবার পরও কি বিজ্ঞানের গতিপথ থমকাইয়া গিয়াছে? গত ২১ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত প্রথম বৈশ্বিক রেজুলেশন বা প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এবং ইহার প্রস্তাবক ছিল আরো ১২৩টি দেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা হয়তো রহিয়াছে; কিন্তু একটি নূতন প্রযুক্তির সকলই খারাপ–এমন মন-মানসিকতা পোষণ করা কোনোভাবেই কাম্য নহে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, খোদ বাংলাদেশেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যক্ষ্মা শনাক্তে সাফল্য আসিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মা নির্ণয় সফল হইয়াছে। বাংলাদেশে যদি রোবটের মাধ্যমে হার্টের চিকিত্সায় সফলতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য জটিল চিকিত্সার ক্ষেত্রেও কেন সফলতা পাওয়া যাইবে না? আমাদের দেশে রোবটের মাধ্যমে টেলিভিশনের খবর পাঠ, রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন–এমনকি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে ইহার প্রচলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে। ইহাতে চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও অনেকে আবার এই ব্যাপারে আশাবাদী। তাহারা বলিতেছেন, ইহাতে রোবটিক শিল্পে নূতন নূতন দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন পড়িবে। অনুরূপভাবে এই মুহূর্তে যক্ষ্মা চিকিত্সায় এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের খবরে আমরা আশান্বিত না হইয়া পারি না। আগামী বত্সর দেশের তিনটি জেলায় (ঢাকা, খুলনা ও পঞ্চগড়) প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হইবে বলিয়া জানাইয়াছে ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজি অব বাংলাদেশ বা আইএসিআইবি। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো যক্ষ্মা শনাক্তে এইআই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাইলটিং চলিতেছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই দেশেও এমন উদ্যোগের কথা যাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন, তাহাদের আমরা স্বাগত জানাই। কেননা একসময় বলা হইত–যক্ষ্মা হইলে রক্ষা নাই। এখন সেইখানে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। তাহার পরও চলমান পদ্ধতিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সমস্যা রহিয়াছে। সঠিকভাবে যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করিতে না পারায় বহু রোগী দুর্ভোগ পোহাইতেছেন। ইহাতে অনেকে যক্ষ্মা শনাক্তের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছেন। বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে এআই প্রযুক্তির সাহায্যে সফলতা অর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী হইতে পারে?

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এআইয়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজাতির জন্য ভয়াবহ হুমকির কারণ হইতে পারে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। টেক জায়ান্ট গুগলের সাবেক প্রধান নির্বাহী এরিক স্মিড সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহা মানবসভ্যতা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গ্যারি মার্কাস ইহাকে একটি কাচের ঘরে ষাঁড় ঢুকিয়া যাইবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তবে ইহা যতদিন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, ততদিন কোনো সমস্যা হইবে না। এই জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে একটি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ চান স্বয়ং চ্যাটজিপিটির প্রধান নির্বাহী জেমস ক্লেটনও। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার হিতকার ব্যবহারের প্রতি জোর দিতে হইবে সবচাইতে অধিক। যক্ষ্মা শনাক্তে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতায় সেই আশাবাদের বাণীই প্রতিফলিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

মালদ্বীপে কি চিনের প্রভাব আরও বাড়বে

মালদ্বীপের সংসদ নির্বাচনে দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুর দল বড় ধরনের জয় পেয়েছে। নির্বাচনে এই জয়কে অনেকেই ‘চীনপন্থীদের’ জয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নির্বাচনের এই ফল মালদ্বীপের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে আল-জাজিরা একটি বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে। লিখেছেন **জাহিনা রশিদ..**

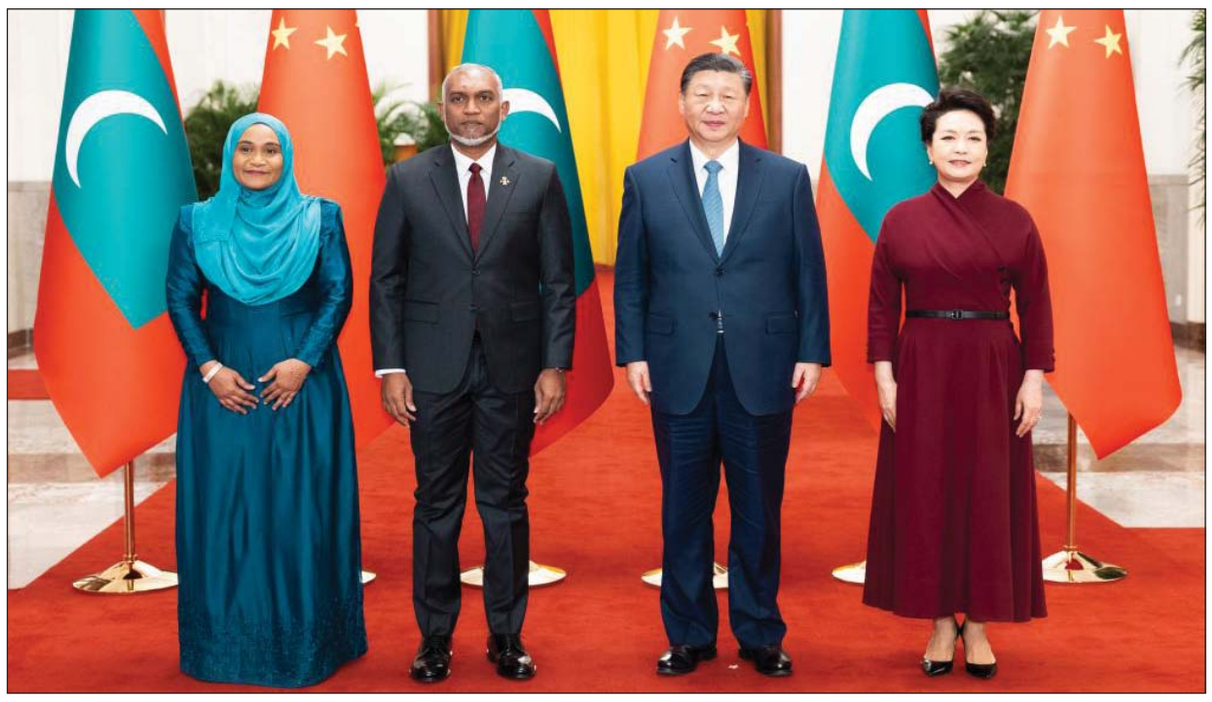

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুর দল গত রোববার অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করবে, তা-ও আবার ভূমিধস জয়–সেটা খুব কম মানুষই প্রত্যাশা করেছিলেন। এমনটা মনে করার কারণ হলো, অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, গত বছর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁর বিজয় ছিল একটি ফ্লুক (আকস্মিকভাবে পাওয়া)। ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট মালদ্বীপের একসময়ের প্রেসিডেন্ট ও বিরোধীদলীয় নেতা আবদুল্লা ইয়ামিনকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন। তখন একজন প্রক্সি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রাজধানী মালের তৎকালীন মেয়র ৪৫ বছর বয়সী মুইজ্জু শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শামিল হয়েছিলেন। নির্বাচনী প্রচারণার ব্যানার ও পোস্টারে ইয়ামিনের মুখচ্ছবি বিশেষভাবে শোভা পেত এবং কারাবন্দী নেতার জন্য প্রচার সমাবেশগুলোর সামনে এবং মাঝখানে একটি চেয়ার ফাঁকা রাখা হতো।

ভারত মহাসাগরের মাঝে পাঁচ লাখ মানুষের দেশ মালদ্বীপ। ইয়ামিনকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জের ভোটারদের আকৃষ্ট করেছিলেন মুইজ্জু। তিনি শেষ পর্যন্ত ইয়ামিনের ‘ইন্ডিয়া আউট’ প্রচারণা চালিয়ে গেছেন, যেটাকে তাঁরা মালদ্বীপে নয়াদিল্লির বহিরাগত প্রভাব বলে অভিহিত করেন। এই প্রচারণার মধ্যে ছিল দেশটিতে থাকা ভারতীয় সামরিক কর্মীদের বহিষ্কারের বিষয়টিও। কিন্তু অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পরপরই মুইজ্জু এবং গৃহবন্দী ইয়ামিনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এটা নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুকে পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস (পিএনসি) নামে একটি পৃথক দল গঠন করতে প্ররোচিত করে। তাদের এই বিভক্তি দেখে মনে হয়েছিল যেন মুইজ্জু রোববারের সংসদীয় নির্বাচনে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়ার জন্য একটি কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়বেন; বিশেষ করে বিদায়ী সংসদ বা মজলিশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিরোধী মালদ্বীপ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এমডিপি) তরফ থেকে।

■ নির্বাচনে এই জয় মুইজ্জুকে বিচার বিভাগের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দিয়েছে।

■ মুইজ্জু অবকাঠামোগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালান।

■ ভারতীয় সেনাসদস্যদের দেশে ফেরত পাঠাতে মুইজ্জুর প্রচেষ্টার কারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এখন সর্বকালের সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

■ ‘অবশ্যই চীনের অনেক সুবিধা হবে, কিন্তু সেখানে কোনো সামরিক উপস্থিতি থাকলে আমি খুব অবাক হব।’

কিন্তু মুইজ্জুর পিএনসি গত সপ্তাহের ভোটে ভূমিধস জয় পেয়েছে। মুইজ্জুর দল ৬৬টি এবং তাদের মিত্ররা ১১টি আসন পেয়েছে। ৯৩ সদস্যের সংসদে ৭৫টি আসন পাওয়ায় তাঁরা খুব সহজেই সংবিধান সংশোধন করতে পারবে। অন্যদিকে এমডিপি পেয়েছে মাত্র ১২টি আসন। আর ইয়ামিনের দল একটি আসনেও জিততে পারেনি।

মালেতে অবস্থিত মান্ধু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সংসদ সদস্য ইবরাহিম ইসমাইলের মতে, নির্বাচনের মাধ্যমে মুইজ্জু ‘নিরঙ্কুশ ক্ষমতা’ পেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এই পর্যায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো ভালো ব্যাপার নয়। আপনি প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের বিষয়টি প্রত্যাশা করতে পারেন না।’

প্রায় দুই দশক বহুদলীয় গণতন্ত্র চলমান থাকার পর মালদ্বীপের সংবিধান খসড়া করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ইসমাইল তাঁর দেশে ‘স্বৈরশাসন’ ফিরে আসার আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, পিএনসি আসলে যথার্থ কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এটা তৃণমূল থেকে উঠে আসেনি। মুইজ্জুর ক্ষমতায় আসার সময়ে দলটি গঠিত হয়েছিল। তাঁকে জবাবদিহি করার মতো কোনো কাঠামো দলটিতে নেই। পিএনসির টিকিটে সংসদ সদস্য হওয়া প্রত্যেকেই মূলত প্রেসিডেন্টের দয়ায় নির্বাচিত হয়েছেন।

ইসমাইল আরও বলেন, ‘নির্বাচনে এই জয় মুইজ্জুকে বিচার বিভাগের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দিয়েছে। আদালতগুলোতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। খুব সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টের পুরো বেঞ্চ বদলে ফেলা হবে। যদি বিচারপতিরা তাঁদের ক্ষমতা ধরে রাখতে চান, স্বৈরশাসনকে পথ করে দিতে তাঁদের হয়তো আপস করতে বাধ্য করা হবে।’

ইসমাইল আরও বলেন, দৃশ্যমানভাবে সরকার সংবিধান সংশোধন করতে পারে, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিধিবিধানগুলো দুর্বল করতে পারে এবং নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মেয়াদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে–এগুলোও সমানভাবে আশঙ্কাজনক।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক: সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ

লক্ষণগুলো এরই মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার সময় মুইজ্জু বিরোধীদের পেছনে না লাগার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম যে ব্যবস্থা নিয়েছিল তা হলো, সমালোচক সংবাদমাধ্যম ও বিদ্রূপাত্মক কিছু ওয়েবসাইটে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া। যদিও জনরোষের পর সরকার পিছু হটে।

ধাউরু সংবাদপত্রের সম্পাদক আহমেদ হিরিগা জহির বলেন, ‘আমি মালদ্বীপের গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জের পূর্বাভাস দিচ্ছি। স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। মুইজ্জু সরকার প্রেসিডেন্ট ভবনের ব্যয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক নিয়োগের সংখ্যা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।’

এই প্রবীণ সাংবাদিক আরও বলেন, ‘তাঁর (মুইজ্জুর) মেয়াদের ছয় মাসে সরকার এবং সংবাদমাধ্যমের মধ্যে কার্যত কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি। যদি এটি চলতে থাকে এবং যদি কোনো উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা না থাকে, তবে এটি আমাদের গণতন্ত্রের জন্য কঠিন হবে।’ জহির এখনো মনে করেন, নির্বাচনী প্রচারণার সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী নির্বাচনে মালদ্বীপের জনগণ মুইজ্জুর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে।

পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু অবকাঠামোগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছু দর্শনীয় মেগা প্রকল্পের কথা বলেছিলেন। এই মেগা প্রজেক্টগুলো তিনি শেষ করতে পারবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

পর্যটননির্ভর দ্বীপদেশটির ঋণ তার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর অর্ধেকের বেশি চীন ও ভারতের কাছ থেকে নেওয়া। এর পরিমাণ প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সতর্ক করে দিয়েছিল যে মালদ্বীপ উচ্চ ঋণসংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে। সংস্থাটি স্বাস্থ্যসেবা এবং ভর্তুকি কর্মসূচির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলোর সংস্কারসহ ‘জরুরি নীতি সমন্বয়’ করার আহ্বান জানিয়েছে।

লন্ডনভিত্তিক আর্থিক পরামর্শ প্রদানকারী রেডের (আরইডিডি) সিনিয়র বিশ্লেষক মার্ক বোহলুন্ড বলেছেন, ‘পরিস্থিতিটি বেশ চ্যালেঞ্জিং। আমি মনে করি মালদ্বীপের কোনো না কোনো আকারে বাইরের সমর্থন প্রয়োজন হবে। সেটা ভারত, চীন বা মধ্যপ্রাচ্য–যেখান থেকেই হোক।’ কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব কম সাহায্য আসছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময়সহ প্রায়ই মালদ্বীপকে আর্থিকভাবে বড় ধরনের সহযোগিতা করেছে ভারত। কিন্তু ৭৫ জন ভারতীয় সামরিক কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠাতে মুইজ্জুর চেষ্টার কারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এখন সর্বকালের সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

ভারতীয় সেনাদের শেষ ব্যাচটির আগামী ১০ মে মালদ্বীপ ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

সম্পর্কে ফাটল ধরার পর গত জানুয়ারিতে মালদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত ভারতের লাক্ষা দ্বীপে পর্যটন বাড়ানোর জন্য একটি প্রচারণা শুরু করেছিল ভারত। তখন মুইজ্জুর তিনজন উপমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই মালদ্বীপের পর্যটন বর্জনের আহ্বান জানায়। ভারত থেকে মালদ্বীপে আসা পর্যটকদের সংখ্যা গত বছর ছিল সর্বোচ্চ। এ বছর এটা অনেক কমে গেছে।

চীনের জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি

মধ্যপ্রাচ্যের অংশীদারদের কাছ থেকে মুইজ্জু সামান্য সাহায্য পেয়েছেন। নভেম্বরে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তাঁর সৌদি আরব সফরের কথা ছিল। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া হঠাৎ করেই সেই সফর বাতিল করা হয়। এরপর তিনি তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছিলেন। তবে দেশ দুটি থেকে আর্থিক সহায়তার কোনো প্রকাশ্য প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।

এখন পর্যন্ত চীনকেও ‘অনিচ্ছুক’ মনে হয়েছে। মুইজ্জু জানুয়ারিতে বেইজিং সফর করলেও যেখানে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তাঁকে ‘পুরোনো বন্ধু’ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তাতে স্পষ্ট হয়নি, চীন থেকে তিনি কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন কি না।

মালদ্বীপের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, চীন মালদ্বীপকে অনুদান সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে, যদিও পরিমাণটি প্রকাশ করা হয়নি। এর মধ্যে বকেয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়টি পুনর্গঠন করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রেডের (আরইডিডি) মতে, শুধু চীনা ঋণের পুনর্গঠনই মালদ্বীপের জন্য বর্ধিত বহিরাগত ঋণের দুর্দশা এড়াতে যথেষ্ট হবে না। কারণ, দেশটির ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের একটি ইসলামিক বন্ড রয়েছে, যেটি ২০২৬ সালে পরিশোধ করতে হবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন সাবেক জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা আল-জাজিরাকে বলেন, মুইজ্জুর ভূমিধস জয়ের কারণে চীন এখন ঋণের ব্যাপারে আরও ‘সহনশীল’ হতে পারে। তিনি বলেন,‘চীনের অনেক সুবিধা রয়েছে। চীন সম্ভবত এর বিনিময়ে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে চাইবে। এর মাধ্যমে মালদ্বীপের পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্য রুটগুলোতে চীন প্রবেশাধিকার পেতে পারে।

এই প্রবেশাধিকার নিয়ে ভারতীয় এবং পশ্চিমা কূটনীতিকেরা আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই প্রবেশাধিকারের জন্য ভারত মহাসাগরে চীনের অবস্থান ও প্রভাব বাড়াবে।

চীনের মাধ্যমে মালদ্বীপের আর্থিক দুর্দশার উপশম হলেও তারা সেখানে চীনের সামরিক উপস্থিতির অনুমতি দেবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কলেজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ডেভিড ব্রুস্টার।

তিনি বলেন, ‘অবশ্যই চীনের অনেক সুবিধা হবে, কিন্তু সেখানে কোনো সামরিক উপস্থিতি থাকলে আমি খুব অবাক হব। কারণ, ভারত এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এর পরিণতি অনেক গুরুতর হবে। ভারতের কাছে এখনো মালদ্বীপেরও বড় ঋণ রয়েছে।’

বেইজিং মালদ্বীপকে কতটা সাহায্য করতে পারবে, তা নিয়ে ব্রুস্টারের সংশয় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি শ্রীলঙ্কার উদাহরণ টানেন। চীনের কাছে ঋণ নেওয়ার পরও দেশটি ২০২২ সালে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে চীন ঋণ পুনর্বিবেচনা এবং তাদের ঋণ কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক ছিল না। তাই আমরা জানি না বেইজিং মালদ্বীপে কী করবে।’

মালদ্বীপের ক্ষেত্রে চীন একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী হবে, নাকি সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

জাহিনা রশিদ আল-জাজিরার সাংবাদিক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া। অনুবাদ

ইসরায়েলে হামলায় হিজবুল্লাহকে কেন যুক্ত করেনি ইরান

লিনা খাতিব

ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার ‘ইটের বদলে পাটকেল’ মারার সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যকে সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্যে নিয়ে যাবে কি না, সেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে এ ধরনের একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে না বলেই মনে হয়। কারণ, তাতে ইসরায়েল অথবা ইরান কোনো পক্ষই লাভবান হবে না। ইসরায়েল উসকানি দিলেও, ইরান রক্ষণাত্মক অবস্থানে।

ইরানের প্রধান স্বার্থ হচ্ছে আত্মরক্ষা। ইরান দেশের ভেতরকার পারমাণবিক স্থাপনা এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের যে সম্পদ আছে, সেগুলো রক্ষা করতে চায়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যেসব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে তারা সমর্থন দিচ্ছে, তাদের সুরক্ষিত রাখতে চায়। ইরানের সবচেয়ে মূল্যবান প্রক্সি হচ্ছে হিজবুল্লাহ।

ইরানের নেতারা বারবার করে দাবি করে আসছেন, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার নির্দেশনা তাঁরা দেননি, এ হামলার সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানতেনও না। এর কারণ হলো, ইরান চায় না ইসরায়েল ও তার মিত্ররা ইরানকে লক্ষ্যবস্তু বানাক, কিংবা এমন ধরনের প্রতিশোধ নিক, যাতে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়।

হামাসের ৭ অক্টোবরের অভূতপূর্ব হামলার সঙ্গে ইরান জড়িত কি জড়িত না, সেই বিবেচনার বাইরে গিয়েও বলা যায়, ইরান হামাসের প্রধান অর্থনৈতিক ও সামরিক পৃষ্ঠপোষক। সে কারণে হামাসের কর্মকাণ্ডের আংশিক দায় ইরানের ওপরই বর্তায়। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকও ইরান। এর মধ্যে ইয়েমেনে হুতি, লেবাননে হিজবুল্লাহ এবং সিরিয়া ও ইরাকের অজস্র সশস্ত্র গোষ্ঠী রয়েছে। এই প্রক্সিগুলো ৭ অক্টোবর-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে ইরানের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ইসরায়েলবিরোধী সামরিক তৎপরতা শুরু করে।

ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান সংঘাতে অবশ্য প্রক্সি গোষ্ঠীগুলো তাদের বড় ধরনের জনবল ও সম্পদ নিয়োজিত করেনি। এই সংঘাতে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত মাত্রার। হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েল সর্বাত্মক আক্রমণে (এই হামলায় গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে) থাকাকালেই ইরানের অন্য প্রক্সিদের ওপর হামলা শুরু করে। কৌশলগত প্রতিশোধের অংশ হিসেবে প্রক্সিদের ওপর হামলা চালায় ইসরায়েল। হামলায় এ পর্যন্ত ৩০০ হিজবুল্লাহ যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। সিরিয়াতে অস্ত্রাগারে ও

ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

এই কৌশলগত প্রতিশোধের মাধ্যমে ইসরায়েল দেখাতে চায় যে সিরিয়া ও লেবাননে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে দুর্বল করার জন্য সর্বাত্মক আক্রমণ করার দরকার নেই তাদের। লেবাননে, হিজবুল্লাহ কমান্ডাররা যখন গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করছিলেন এবং গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে সভা করছিলেন, সে সময় তাঁদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এসব হামলার মধ্য দিয়ে ইসরায়েল ইরানকে শক্ত বার্তা দিতে চেয়েছে যে ইসরায়েল তার নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে ইরান ও তার প্রক্সিরা কোথায় আছে, তা জানতে সক্ষম। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জারি চলমান উত্তেজনাকে যুদ্ধে রূপ দেওয়ার ইরানের ইচ্ছাকে এ ঘটনা দারুণভাবে সীমিত করে দিয়েছে। ইরানের নাজুকতা আরও বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হয় ১৩ এপ্রিল ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ অন্য মিত্ররা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষায় যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্য দিয়ে। তেহরান ও তার প্রক্সিরা মুখরক্ষায় উদ্‌গ্রীব। ৭ অক্টোবরের পর ইরান তার প্রক্সিদের কেন ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে যেতে দিয়েছে? কারণ হলো, সামষ্টিক তৎপরতার মাধ্যমে তারা ইসরায়েলের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইরান এ কাজে তাদের বিরত থাকতে বলেনি।

ইরানের এই সম্পৃক্ততার পেছনে মূল প্রেরণা হলো, ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তথাকথিত ‘প্রতিরোধের অক্ষশক্তির’ নেতা হতে চায় দেশটি।

আরেকটি কারণেও ১৩ এপ্রিল ইসরায়েলে প্রতিশোধমূলক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের জন্য মুখরক্ষার ব্যাপার। ১ এপ্রিল দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে বিমান হামলা চালিয়ে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কয়েকজন কমান্ডারসহ সাত কর্মকর্তাকে হত্যা করে ইসরায়েল। এর আগে ২০২০ সালে ইরাকে হামলা চালিয়ে ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের পর ইরান বড় কোনো প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। সে সময়ে ইরান কৌশলগত ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং পরে সময় ও সুযোগমতো বদলা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

১ এপ্রিল দামেস্কে কনস্যুলেটে হামলা ছিল ইসরায়েলের দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্ররোচনা। ইসরায়েলের উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে আরও বড় চাপে ফেলা। তারা ভালো করেই জানত কৌশলগত ধৈর্যের অজুহাত দিয়ে এবার আর ইরান চুপ করে বসে থাকতে পারবে না।

নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকৃতি দিয়েই, ইরান ১৩ এপ্রিল ইসরায়েলে হামলা করে। এর মধ্য দিয়ে, ইসরায়েলকে বড় ধরনের চাপে না ফেলেই, ইরান দেখিয়ে দিতে চেয়েছে, তারা কী করতে পারে।

১৩ এপ্রিল ইরানের হামলা নিয়ে হোয়াইট হাউস যে বিবৃতি দিয়েছে, সেখানে ইরানের সঙ্গে যেসব প্রক্সি গোষ্ঠী ইসরায়েলে হামলা চালায় তার মধ্যে লেবাননের হিজবুল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইরান ভালো করেই জানত, এই হামলায় যদি হিজবুল্লাহও যুক্ত হয়, তাহলে উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ (হিজবুল্লাহ) ঝুঁকির মুখে পড়বে।

১৩ এপ্রিল হামলার পাল্টায় ১৯ এপ্রিল ইরানের ইস্পাহানে হামলা করে ইসরায়েল। এই হামলাকে খাটো করে দেখানোর পেছনে ইরানের উদ্দেশ্য হলো, তারা ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে চায় না। ইরান জানে যে পারমাণবিক স্থাপনার কাছে ইস্পাহানে হামলা চালিয়ে ইসরায়েল শক্ত বার্তা দিতে চেয়েছে যে তারা কী করতে পারে, কোথায় পৌঁছাতে পারে।

এই এপ্রিল মাসে ইরান যা করছে, সেটাকে ইসরায়েলের ওপর ইরান প্রতিশোধ নিচ্ছে–এভাবে দেখলে ভুল হবে। বড় পরিসর থেকে দেখলে দেখা যাবে যে ইরানের হাত বাঁধা।

লিনা খাতিব লন্ডনভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক চ্যাটাম হাউসের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা কর্মসূচির অ্যাসোসিয়েট ফেলো দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

কোর্টের নির্দেশে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল জায়গার সীমানা

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন:. ৮ বছর পর কোর্টের নির্দেশে বাড়ির জায়গার সীমানার দখল বুঝে পেলেন জীবন্তির লক্ষীনারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা । শনিবার কোর্টের নির্দেশে আত্মীদের বিবাদ সংক্রান্ত চার ভাগের জায়গার সীমানা ঢেড়ি পিটিয়ে, লাল নিশান দিয়ে সীমানা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তির লক্ষীনারায়ানপুর গ্রামের বাসিন্দা ডাক্তার আলমগীর, শিক্ষক কমল সেখ ওরফে নোওয়াজিসদের আত্মীয় রহিমা বিবি সঙ্গে ১৫ শতক জায়গার সীমানা দখল সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা ।

এই বিষয়ে ২০১৬ সালে দেনাদার হিসাবে কান্দি মহকুমা আদালতে মামলা করেছিল রহিমা বিবি । ৮ বছর পর কান্দি সিভিল জাজ সিনিয়ার ডিভিশনের পক্ষ থেকে গত ২৫ তারিখ সেই মামলার রায় দেওয়া হয় চার ভাগের জায়গার সীমানা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, সেই মতো কোর্টের নির্দেশে শনিবার লক্ষীনারায়ান পুর গ্রামে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামে ঢেড়ি পেটিয়ে চার ভাগের বাড়ির জায়গার প্রত্যেকের সীমানা খুটি মেরে লাল নিশান দিয়ে নির্দেশ করিয়ে দেওয়া হয়।

এই রায়ে খুব খুশি বিলে জানিয়েছেন বাদী ডিগ্রিদার পক্ষের ডাক্তার আলমগীর, শিক্ষক কমল সেখ ওরফে নোওয়াজিস। তবে এ বিষয়ে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন বিবাদী পক্ষের রহিমা বিবি, যদিও ক্যামেরারর সামনে মুখ খুলতে চাননি।

চাঁচলে হজযাত্রীদের টিকাকরণ শুরু

তানজিমা পারভিন ● চাঁচল

আপনজন: চলতি বছরের জুন মাসে মক্কায় পালিত হবে পবিত্র হজ। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও হজযাত্রীদের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে।মহকুমা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে শনিবার চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালে টিকাকরণের শিবির করা হয়।চাঁচল মহকুমার রতুয়া ও হরিশ্চন্দ্রপুর সহ ছয়টি ব্লকের হজযাত্রীদের টিকা দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মহকুমা এলাকার মোট ২২১ জন হজযাত্রী রয়েছে। গতবছরের সংখ্যায় এবছর অনেকটাই কমে গিয়েছে। এদিন টিকাকরণ শিবির পরিদর্শন ও হজযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে যান রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের চাঁচলের ফিল্ড সুপারভাইজার শেখ আফসার আলি ও চাঁচল ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি জাকির হোসেন।শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালের সহকারী সুপার আরিফ সা,শান্তনু কর্মকার, ত্রিদিব মাইতি ও হাসপাতালের চিকিৎসক শুভাশীষ বড়ুয়া সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা। চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালের সুপার ইনচার্জ ডাঃ মোহাম্মদ সামিম বলেন,'সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমে টিকা প্রয়োগ করা হচ্ছে।কারও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।'

শান্তিপুরে ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম খান ● নদিয়া

আপনজন: শনিবার নদিয়ার শান্তিপুর পশ্চিম পাড়া মাজার প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যবাহী ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হল।

মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত দাদা হুজুরের বংশধর ও প্রবীণ খলিফা ছিলেন শাহসুফি পীর সআল্লামা তাজাম্মোল হোসাইন সিদ্দিকী। তাঁর স্মরণে এই মাহফিল ৮৩বছরে পদার্পন করল।শাহসুফি পীর তাজাম্মোল হোসাইন সিদ্দিকী এক সময়ে কর্ম ক্ষেত্রে কোর্টে অনুবাদকের কাজও করেছিলেন। দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় পন্ডিত।

সভায় আমন্ত্রিত বক্তা পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী বলেন দাদা হুজুরের এন্তেকালে পর বলেছিলেন আমার ডানহাত ভেঙ্গে গেল। এবং দাদা হুজুরের অবর্তমানে তাঁর প্রধান খলিফাদের সুফি সাহেব হুজুর যে তালিম দিতেন সেই কথাও তিনি বলেন।শাহসুফি পীর আল্লামা মরহুম জনাব জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী হুজুরের সৌভাগ্যবান পিতা ছিলেন সুফি সাহেব। এদিন সভায় হযরত মাওলানা পয়মুদ্দিন সিদ্দিকী ও মাওলানা এরশাদ সিদ্দিকী সহ তাঁর পূর্বপুরুষ এবং উত্তর সূরীদের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজখোলা দরবার শরীফে পীর মহীউদ্দীন সিদ্দিকী,ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাহিন সিদ্দিকী পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, সীতাপুর সুফিয়া দরবার শরীফের পীরজাদা মাশুম সিদ্দিকী, পীরজাদা একরামুল হক সিদ্দিকী, পীরজাদা আবু মুশা সিদ্দিকী, পীরজাদা সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন, মাওলানা মুজিবর রহমান সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। হযরত মোস্তফা মাদানি হুজুরের ভাই হযরত মুফতি আব্দুল গনি সিদ্দিকীর উত্তরসূরী ছিলেন সুফি সাহেব।

আধার-প্যান লিঙ্কের নামে দিল্লি টাকা তুলে নিচ্ছে: অভিষেক

জে এ সেখ ● জামালপুর

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে বর্ধমান পূর্বের তৃণমুল কংগ্রেসের লোকসভা প্রার্থী ডাক্তার শর্মিলা সরকারকে জয়ী করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার একটি জনসমাবেশ করেন। সভায় হাজারো মানুষের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই জনসমাগম দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, তীব্র দাবদাহ কে উপেক্ষা করে যেভাবে আপনারা আমাদের সভায় এসে পৌঁছেছেন বিশেষ করে যে সংখ্যায় মায়েদের দিদিদের বোনেদের বৌদিদের উপস্থিতি আমি লক্ষ্য করছি এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।এই ভালোবাসা এই আশীর্বাদ ভোটে জেতার পর আমরা উন্নয়ন করে পরিশোধ করব। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আমরা কথা রাখার পার্টি। আমরা হওয়ায় কথা বলি না আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি। নির্বাচনের আগে শুধু মানুষের কাছে ভোট চাইতে চাই না। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলায় জনজোয়ারের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর সময়কালীন বিভিন্ন মানুষের অভাব অভিযোগ শুনেছেন। সেসব শুনে কষ্ট পেয়েছেন। তার কথা শোনান ও দিল্লিতে কেন্দ্রের সাথে তাদের অধিকার ছিনিয়ে আনার লড়াই এর প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

বর্ধমান পূর্বের কৃষিজীবী মানুষদের উদ্দেশে বলেন, এই বর্ধমান জেলা বাংলার শস্য ভান্ডার। আর আলু চাষের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে জামালপুর আর মেমারি। আজকে আলু চাষী যারা রয়েছেন বলুন,আজকে চাষ করতে গিয়ে আপনাদের কী অবস্থা হয়! পাঞ্জাব থেকে তিন চার হাজার টাকা দিয়ে আপনাদের বীজ কিনতে হয়, তারপর তার উপর সারের দাম আরো বেড়েছে, তার সাথে ইউরিয়া। কেন্দ্রে ১০ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল বলেছিল আচ্ছে দিন আসবে । এ প্রসঙ্গে ব্যাপক হারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির কথা বলেন। তাঁর কথায়,দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন , ১০ বছর আমরা খালি ট্রেলার দেখিয়েছি। সিনেমাটা যদি এবার জিতে তাহলে দেখাবো। এই প্রসঙ্গ ধরে যে আগত মা- ভাই-বোনেদের উদ্দেশ্যে বলেন, জিজ্ঞাসা করতে চাই ১০ বছরে আপনারা ট্রেলার কি দেখলেন ,৪০০ টাকার রান্নার গ্যাস ১০০০ টাকা, ৪০ টাকার ডিজেল ৯০ টাকা, ৫০ টাকার পেট্রোল ১০০ টাকা , ১৭ টাকার কেরোসিন তেল ৭৫ টাকা,১১০ টাকার চা পাতা ২৮০ টাকা কেজি, ৭০ টাকার রসুন ৪৩০ টাকা কেজি , ৫৫ টাকার সরষের তেল দুশো টাকা লিটার,কুড়ি টাকার দুধ ৫৫-৬০ টাকা লিটার। তিনি মহিলাদের উদ্দ্যেশে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভান্ডার করে আপনাদের এক হাজার টাকা প্রতিমাসে আপনার ব্যাংকে দিচ্ছে, আরেকদিকে, নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার আধার প্যান কার্ডের লিঙ্ক করে দেওয়ার নাম করে আপনার থেকে সেই হাজার টাকা তুলে নিয়ে দিল্লিতে চলে যাচ্ছে। এভাবে মানুষকে নিপীড়িত বঞ্চিত-শোষিত অত্যাচারিত করে রেখেছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন , ২০১১ সালে সিপিএমের ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রথমবার আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে মা-মাটি-মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই বাংলার মাটিতে ১৩ ই মে। তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এবং তাকে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী করার ক্ষেত্রে বাংলায় কটা জেলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান অন্যতম।

ষোল শূন্য করে আপনারা ২০২১ সালে ওদের সাফ করেছিলেন তৃণমূলের পক্ষে প্রত্যেকটা বিধানসভা থেকে। তিনি দেশ জুড়ে আদিবাসী, দলিত, তফসিলি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রসঙ্গে বলেন, এটা তৃণমূলের কোন নেতার কথা নয়,কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিজেপির আমলে পাঁচ বছরে দেশে তপশিলি জাতির মানুষের উপর অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় কুড়ি শতাংশ।

বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের ভাগ্য এখন স্ট্রং রুমে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট লোকসভা নির্বাচনে ১৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য এখন স্ট্রং রুমে বন্দি। শনিবার করা নিরাপত্তা প্রহরায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) গুলি স্ট্রং রুমে রাখা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক ও প্রার্থীর এজেন্ট এবং কমিশনের অবজার্ভারের উপস্থিতিতে তালাবন্ধ করে সিল করা হয়েছে এদিন। ইভিএম ভিতরে ঢোকানোর পর স্ট্রংরুম তালাবন্ধ করার সময় ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে গত ২৬ এপ্রিল ভোট হয়। এই কেন্দ্রের লোকসভা আসনে মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলি হল বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর, তপন, গঙ্গারামপুর, কুশমণ্ডি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তৃণমূলের বিপ্লব মিত্র, বিজেপির সুকান্ত মজুমদার ও আরএসপি'র তরফে জয়দেব সিদ্ধান্তা কী রয়েছে তাঁদের ভাগ্যে, তা এখন বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুমেই সীমাবদ্ধা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে সিআরপিএফ জওয়ান ও রাজ্য পুলিশ।

জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাট লোকসভা আসনে মোট ভোটার ১৫,৬১,৯৬৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৭,৯৮,২১৭ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭,৬৩,৬৬৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৮১ জন। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ১৫৬৯ টি। এর মধ্যে ২৬ তারিখে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মোট ১২৩৫৩৪০ জন ভোটার। অর্থাৎ, মোট ভোটারের প্রায় ৭৯.০৯ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। যার মধ্যে ৬১৬৬৬৭ জন পুরুষ, ৬১৮৬৪৯ জন মহিলা ও ২৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের দিন কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন ও গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএমগুলি বালুরঘাট কলেজে নিয়ে আসা হয়।

অন্যদিকে, শনিবার হরিরামপুর, কুশমন্ডি ও ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম গুলি করা নিরাপত্তায় বালুরঘাট কলেজে নিয়ে আসা হয়। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে সেগুলি এখন রয়েছে স্ট্রং রুমে। সিসি ক্যামেরায় মোড়া রয়েছে স্ট্রং রুম সহ কলেজ ক্যাম্পাস। মোট ১৫৬৯ টি ইভিএম বালুরঘাট কলেজের স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে ১৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য বন্দি রয়েছে । এ বিষয়ে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'সব মিলিয়ে সাতটা স্ট্রং রুম রয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানসভার জন্য একটি করে স্ট্রং রুম করা হয়েছে। সাতটি বিধানসভার ইভিএম গুলি স্ট্রংরুমে সিল করার কাজ চলছে। সিআরপিএফ এর নজরদারীতে রাখা হয়েছে। বাইরের দিকে রাজ্য পুলিশ থাকছে। প্রার্থী নিজে বা তাঁর প্রতিনিধির গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পূর্ণ স্ট্রং রুম চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় মুরে ফেলা হয়েছে। প্রার্থী কিংবা তাঁর প্রতিনিধি যদি স্ট্রং রুমে থাকা ইভিএমগুলো দেখতে চান, দিনে একবার নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে দেখানোর ব্যবস্থা থাকছে।'

উলুবেড়িয়ায় সাজদা-র সমর্থনে প্রচার রোড শো করে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে উলুবেড়িয়ার পূর্ব বিধানসভার রঘুদেবপুর অঞ্চল সহ উলুবেড়িয়া পৌরসভার একাধিক এলাকায় হুড খোলা গাড়িতে প্রচার ও জনসংযোগ সারলেন উলুবেড়িয়া লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ।উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস জানান,প্রচারের দিক থেকে আমাদের প্রার্থী সাজদা আহমেদ যেভাবে মানুষের সাড়া পাচ্ছেন তা থেকে আমরা বলতে পারি বিগত নির্বাচনের তুলনায় এবারে আরও বেশি সংখ্যক ভোটে জয়লাভ করা কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র!এদিনের এই প্রচার ও জনসংযোগে প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আকবর শেখ,তৃণমূল নেতা গৌতম রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিনের এই প্রচার গাড়ির সাথে সাথে কয়েক শত বাইকে প্রায় কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

ফুরফুরায় প্রচারে কল্যাণ

আপনজন: ফুরফুরা শরীফে নির্বাচনী প্রচারে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: আবদুস সামাদ মণ্ডল

আদালতের নির্দেশে চাকরি যাওয়ায় অথৈ জলে ক্যানসার আক্রান্ত পরিবার

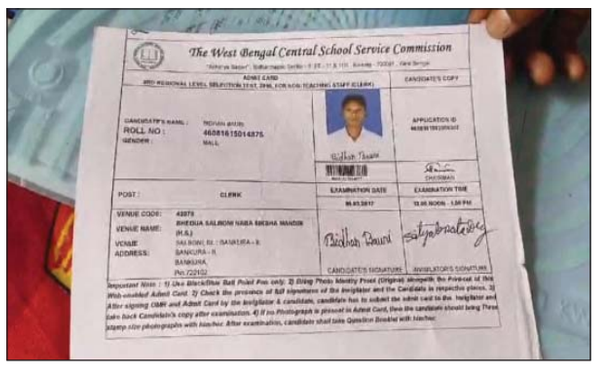

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের অন্তর্গত ঘোড়ামুলী গ্রাম।সেই গ্রামে মা,বাবা,দিদি,অন্তঃসত্তা স্ত্রী কে নিয়ে বসবাস বিধান বাউরির। একটা সময় বিধান বাবুর মা সনকা দেবী লোকের বাড়িতে কাজ করে ছেলেকে মানুষ করেছে বলে দাবি করেন। অবশেষে ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আয়োজিত এসএসসি গ্রুপ 'সি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০১৮ সালে ছাতনা ব্লকেরই একটি হাইস্কুলে যোগদান করেন বিধান বাবু। বাস! একটা সরকারি চাকরি, মানে গোটা জীবন নিশ্চিত! আর ফিরেও তাকাতে হবে না। এটাই বলতে বা দেখতে অভ্যস্ত সমাজের সকল স্তরের মানুষজন। নিশ্চিন্ত হয়ে এই বিধান বাবু ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে গড়ে তোলেন মাথার উপর শক্ত ছাদ। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আদালতে আদালতের নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে এই পরিবারের। প্রসঙ্গত ২০২২ সালে বিধান বাউরির ক্যান্সারের মতো মারন রোগ ধরা পড়ে, চাকরি করার পাশাপাশি দিল্লির এইমস্ এ চলে তার চিকিৎসা। আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী চাকরি চলে যাওয়া এ যেন 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা'। কি করবে, কি হবে,কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে পরিবারটা, কিভাবে মিলবে ক্যান্সারের চিকিৎসার টাকা এসব ভেবে বিধানবাবু সহ পরিবারের সকলেই দু-চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসারে কি লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়া সম্ভব?যদি সম্ভবও হয়,প্যানেলে থাকা 'বেনোজলদের' জন্য উপযুক্ত তদন্ত হোক এটাই দাবি সমাজের সকল স্তরের মানুষজনের। দুর্নীতি যেন পশ্চিম বাংলাকে কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সকল স্তরেই মতন দানা বেঁধেছে এই দুর্নীতি। কে দায়ী এতগুলো ছেলের চাকরি চলে যাওয়ার জন্য?কে নেবে এই মানুষগুলোর সংসারের দায়ভার বারে বারে এই প্রশ্ন চিহ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দাবদাহ থেকে বাঁচতে গাছ রোপণ পুলিশের

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি দক্ষিণ বঙ্গে কদিন ধরে গড়ে ৩৯ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে। মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণ এ নজর দেওয়া উচিত। এই লক্ষ্য কে সামনে রেখে এদিন ডায়মন্ড হারবার থানার আই সি শুভাশিস ঘোষ এর উদ্যোগে থানার আরো অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে করে কোদাল হাতে নিয়ে থানার চত্বর সহ আরও অন্যান্য জায়গায় আই সি নিজ হাতে বৃক্ষ রোপণ করেন। দাবদাহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, খেলার মাঠ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্রত্যেক মানুষের কাজের পাশাপাশি চিত্তবিনোদনেরও প্রয়োজন রয়েছে। নতুবা কাজের গতি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সপ্তাহ শেষে অনেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরতে পছন্দ করে। আবার কেউ কেউ খেলাধুলা করেও আনন্দ উপভোগ করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন বৃক্ষরোপণ হ্রাস পাওয়ার ফলে প্রকৃতির পরিবর্তনে সৃষ্ট তাপমাত্রার বৃদ্ধিজনিত কারণে কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

বর্ধমানে এক লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান রেকর্ড ফলন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: প্রচন্ড তাপপ্রবাহ যখন গোটা রাজ্য জ্বলছে, পূর্ব বর্ধমান তার থেকে খালি নেই ।আরবের মরুভূমি বা রাজস্থানের মরুভূমিকে হার মানাচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের তাপমাত্রা। বহু মানুষ সান স্ট্রোকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ।কয়েকজনের মৃত্যু সংবাদও পাওয়া গেছে। ঠিক সেই সময়ই একটি সুখবর যে পূর্ব বর্ধমানে এ বছর রেকর্ড পরিমাণে বোরো ধান উৎপন্ন হতে চলেছে। এখনো পর্যন্ত ফসল তোলার সময় কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়নি ।প্রচন্ড তাপপ্রবাহে বোরো ধান যথেষ্ট পরিমাণে ফলন হয়েছে। এতে পূর্ব বর্ধমানের চাষীদের মুখে হাসি ফুটেছে। পূর্ব বর্ধমান আমন ও বোরো ধানে রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপন্ন করে গোটা জেলা, রাজ্য ,দেশ এমনকি বিদেশে ও রপ্তানি করে থাকে। রায়না, খণ্ডঘোষ ,মাধবডিহি, জামালপুর, মেমারি ,গলসি, আউসগ্রাম ,গুসকরা ,ভাতার ,কালনা ,কাটোয়া সহ পূর্ব বর্ধমানের প্রতিটি এলাকায় ব্যাপক পরিমাণের বোরো ধানের ফলন দেখা গেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি, সেচ ও সমবায় কর্মধক্ষ মেহবুব মন্ডল বলেন এই বছর পূর্ব বর্ধমান এ ১ লক্ষ ৬৪০০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছে। এক হেক্টর জমিতে ৫.২ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হবে। এবছর আবহাওয়া অতিরিক্ত তাপমাত্রা থাকায় ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুকূল । রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চাষীদের কৃষক বন্ধু ,শস্য বীমা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে চাষীদের কে ধান উৎপন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মেহবুব মন্ডল আরো বলেন উন্নত মেশিনারি ক্যানেল সংস্কার সহজ চাষীদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে । মেহবুব মন্ডল বলেন এ বছরে এখনো পর্যন্ত বড় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেনি এবং উন্নত মেশিনের ফলে খুব তাড়াতাড়ি ধান কেটে ঝেড়ে চাষিরা ফসল বাড়িতে তুলে নিতে পারছে। এর ফলে তারা অতিরিক্ত লাভ করতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাষীদের কাছে ধান কিনে নেবে, যদি চাষিরা এই ধান বিক্রি করতে চাই। মিনিকেট ধান বেশিরভাগ সময় চাষিরা সংরক্ষণ করে রাখেন তারা দামও বেশি পান ।

মোটকথা প্রচন্ড তাপপ্রবাহে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত মানুষ রাস্তাঘাটে বেরোতে পারছেন না ঠিক সেই সময়ই চাষীরা এই রোদ গরমে মাঠে ফসল তুলতে ব্যস্ত ।এত রোদ গরমের কষ্ট তাদের কাছে ধরা দিচ্ছেন । অতিরিক্ত ফলন মুখে হাসি ফুটিয়েছে। বর্ধমানের চাষিরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

রাজনগর জঙ্গলে ভয়াবহ আগুন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রখর রৌদ্রের তাপে খাল, বিল, ডোবা,জলাশয়ে জলশূন্য।পাশাপাশি ছোটো ছোটো গাছগাছালি,ঘাসপাত শুকিয়ে একাকার।এরূপ পরিস্থিতিতে আগুনের একটু ছোঁয়া পেতেই যেন এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সেরূপ পরিস্থিতির মধ্যে রাজনগর পাওয়ার হাউস সংলগ্ন জঙ্গলের মধ্যে শনিবার বিকেলের দিকে হঠাৎই আগুন লাগে। রাজনগরের রেঞ্জার কুদরতে খোদা এই খবর পাওয়া মাত্র বিষয়টি রাজনগরের বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তীকে জানান। রাজনগরের বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী , জয়েন্ট বিডিও আবুল কালাম আজাদ সহ রাজনগর ব্লকের স্টাফ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দিলে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। সময় মত আগুন নেভানো সম্ভব না হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বললে অনুমান করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

ভিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী জানান সে সময় ব্লকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছিল সে সময়েই রেঞ্জার খবর দেন যে জঙ্গলে ভয়াবহ আগুন লেগেছে এবং সময় অতিবাহিত হলে আগুন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি প্রথমেই দমকল বাহিনীকে খবর দিই এবং মিটিং ছেড়ে সমস্ত স্টাফ সহ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরাও তড়িঘড়ি সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দাউ দাউ করে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছে। জঙ্গলের বহু গাছ মুহূর্তেই ঝলসে যাচ্ছে এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্ত স্টাফরা প্রাথমিকভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং বেশ কিছুটা আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেলে। এর মধ্যেই দমকল বাহিনীর ইঞ্জিনও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আগুন আয়ত্তে আনেন। বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী জানান আগুন কিভাবে লেগেছে তা জানা যায়নি। যেভাবেই হোক আগুন কেউ লাগিয়েছে।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: প্রতিটি জলকণা হারিয়ে যে সাগর আজ বিস্তীর্ণ মরুভূমি: আরাল সাগর
- নিবন্ধ: সমাজ-রাজনীতিতে দুর্নীতি ও উত্তরণের উপায়
- অণুগল্প: চুরি
- বড় গল্প: কৃতজ্ঞতা
- ছড়া-ছড়ি: হায়রে গরম

প্রতিটি জলকণা হারিয়ে যে সাগর আজ বিস্তীর্ণ মরুভূমি

আরাল সাগর

আরাল সাগর মূলত একটি হ্রদের নাম। আরবদের নিকট এই হ্রদটি তার বিশালতার কারণে সাগর হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৬০ সালের দিকে আরাল সাগর পৃথিবীর বুকে ৪র্থ বৃহত্তম হ্রদ ছিল। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আরাল সাগরের শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্তমান পৃথিবীর জন্য এক অশনি বার্তা। এর শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে বিজ্ঞানীরা একমাত্র মানুষকে দায়ী করেছেন। লিখেছেন **ফৈয়াজ আহমেদ....**

মন্টি মঙ্গল গ্রহের এক মেধাবী এলিয়েন। সেখানে এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে পিএইচ.ডি করছে। প্রথমে তাকে পিএইচ.ডির বিষয় নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে পুরো সৌরজগত ঘুরে দেখার নির্দেশ দেয়া হয়। মন্টি একে একে সবগুলো গ্রহ ঘুরে দেখলো। ভ্রমণ শেষে ক্লান্ত মন্টি মঙ্গলগ্রহে ফিরে সিদ্ধান্ত নিলো, সে পৃথিবীর উপর পিএইচ.ডি করবে। কারণ অন্যান্য গ্রহে সে অনেক কিছু দেখেছে, কিন্তু পৃথিবীর পানির মতো অসাধারণ কিছু তার চোখে পড়েনি। যেই ভাবা, সেই কাজ! সে শীঘ্রই খাতা কলম গুছিয়ে রওয়ানা হলো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। সেখানে অনেক বাছাইয়ের পর বড়সড় একটি সাগরের পাশে গোপন গবেষণাগার খুলে বসলো। শুরু হলো মন্টির পিএইচ.ডির জন্য গবেষণা।

এভাবে প্রায় ১০ বছর ধরে গবেষণা চলার পর মন্টি ক্ষান্ত হলো। মনে মনে সে অনেক খুশি। এবার সরকারের পক্ষ থেকে গোল্ড মেডেল সে পাচ্ছেই।

মন্টি ফিরে আসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তার কপাল মন্দ। সেশন জটের এক ধাক্কায় তার গবেষণাপত্র যাচাইয়ের কাজ পিছিয়ে গেল প্রায় ৪০ বছর। মন্টি হতাশ হয়ে পড়লেও মনে মনে সান্ত্বনা নিলো, "তাও ভালো। Better late than never"। সুপারভাইজার স্যার মন্টির গবেষণার সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তাকে নিয়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করেন। মঙ্গল থেকে আসা মহাকাশযানটি মন্টির উল্লিখিত স্থানে এসে অবতরণ করে।

দরজা খুলে মন্টি বাইরে বেড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠে। অপরদিকে সুপারভাইজারের চক্ষু চড়কগাছ। কোথায় মন্টির সাগর? কোথায় পৃথিবীর পানি? উল্টো মঙ্গলের চেয়েও ভয়াবহ এক মরুভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তারা দুজন। সেখানে আবার এদিকে ওদিকে কয়েকটা মরা প্রাণীর হাড়ও পড়ে আছে। আকাশে পাখা মেলে উড়ছে কালো শকুন।

সুপারভাইজার মন্টির কান ধরে তাকে নিয়ে মঙ্গলগ্রহে ফিরে আসলেন। মন্টির ছাত্রত্ব বাতিল করে দেয়া হয়। অপমানে দুঃখে মন্টি আত্মহত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

উপরে উল্লিখিত করুণ ঘটনাটি কাল্পনিক হলেও তা ঘটার সম্ভাবনা একদম নেই তা কিন্তু বলা যায় না। পৃথিবীর বুক থেকে এভাবে হারিয়ে যেতে পারে বিশাল জলাধার। আর সে ঘটনার প্রমাণ হিসেবে উপরের গল্পের মতো করে পৃথিবীর ইতিহাসের আড়ালে চলে গেছে এক বৃহৎ হ্রদ, যার নাম আরাল সাগর। ৫০ বছরের মাথায় অন্যতম বৃহত্তম হ্রদ থেকে শুকনো মরুভূমিতে পরিণত হওয়া সেই আরাল সাগরকে ঘিরে আমাদের আজকের আলোচনা।

মানচিত্রে ভূতপূর্ব আরাল সাগর

আরাল সাগর মূলত একটি হ্রদের নাম। আরবদের নিকট এই হ্রদটি তার বিশালতার কারণে সাগর হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৬০ সালের দিকে আরাল সাগর পৃথিবীর বুকে ৪র্থ বৃহত্তম হ্রদ ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আরাল সাগরের বয়স প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন বছর। হ্রদের পানির উৎস হিসেবে দুটি নদীর সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর থেকে সির দরিয়া ও দক্ষিণ থেকে আমু দরিয়া নদী থেকে পানি এসে মিশতো আরালের বুকে। মাছ শিকারীদের নৌকার সমাগমে মুখর থাকতো আরাল সাগর।

আরাল সাগরের অবস্থান বর্তমান কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান এবং মধ্য এশিয়া বিস্তৃত। ৬৭ হাজার বর্গ কি.মি. আয়তনের হ্রদটি ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৭০% শুকিয়ে গেছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আরাল সাগরের শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্তমান পৃথিবীর জন্য এক অশনি বার্তা। এর শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে বিজ্ঞানীরা একমাত্র মানুষকে দায়ী করেছেন।

কীভাবে শুকিয়ে গেল আরাল সাগর?

আরাল সাগর তীরবর্তী এলাকার আবহাওয়া মোটেও বসবাসের জন্য উপযুক্ত ছিল না। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১০০ মিলিমিটার, যা যেকোনো প্রাণীর বসবাসের জন্য প্রতিকূল। প্রতি লিটার পানিতে লবণের পরিমাণ ছিল গড়ে ১০ গ্রাম করে। হাতেগোনা কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ বেঁচে থাকতো সেখানে। এদেরকে ঘিরে আরালের বুকে গড়ে উঠে ক্ষুদ্র মৎস্যশিল্প।

কিন্তু এর শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে মূল খলনায়ক তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬০ সালের কথা। ১৯১৮ সালে গড়ে তোলা সোভিয়েত তুলা শিল্প তখন সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলো। সোভিয়েত সরকার তাই বিশ্ব বাজার ধরে রাখতে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নেন।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সির দরিয়া এবং আমু দরিয়া, এই দুই নদীর পানিকে তুলা ক্ষেতে সেচের কাজে ব্যবহার করা হবে। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে নদীর পানি টেনে এনে তুলা চাষ অঞ্চলে সেচ করা হয়। ফলে আরাল হ্রদের দিকে ধাবিত হওয়া পানির পরিমাণ কমে যায়। হ্রদের সাথে কোনো সাগরের সংযোগ না থাকায় আস্তে আস্তে পানির পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু সোভিয়েত সরকার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি।

পানির পরিমাণ কমে যেতে থাকায় হ্রদের পানিতে লবণের ঘনত্ব মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। ফলে জলজ প্রাণীদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। আরাল সাগরের ধ্বংসের শুরুটা এখানেই। লবণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আবহাওয়ায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। ঝড়-তুফানের পরিমাণ বেড়ে যায় বহুগুণে। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণাগারের রাসায়নিক বর্জ্য, বিষাক্ত কীটনাশক, শিল্প-কারখানার বর্জ্য আরাল সাগরের পানিতে নিষ্কাশন করা হতো। ১৯৬০ সালের বিশাল হ্রদের পানি দ্রুত শুকিয়ে যেতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীরা বিষয়টি লক্ষ্য করে। আরালের পানির উপর নির্ভরশীল অধিবাসীরা উপায় না দেখে অন্য প্রদেশে চলে যেতে থাকে।

আরাল সাগর তীরবর্তী এলাকার আবহাওয়া মোটেও বসবাসের জন্য উপযুক্ত ছিল না। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১০০ মিলিমিটার, যা যেকোনো প্রাণীর বসবাসের জন্য প্রতিকূল। প্রতি লিটার পানিতে লবণের পরিমাণ ছিল গড়ে ১০ গ্রাম করে। হাতেগোনা কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ বেঁচে থাকতো সেখানে। এদেরকে ঘিরে আরালের বুকে গড়ে উঠে ক্ষুদ্র মৎস্যশিল্প। কিন্তু এর শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে মূল খলনায়ক তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬০ সালের কথা। ১৯১৮ সালে গড়ে তোলা সোভিয়েত তুলা শিল্প তখন সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলো। সোভিয়েত সরকার তাই বিশ্ব বাজার ধরে রাখতে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নেন।

১৯৯৭ সালের শুরুর দিকে করা জরিপ অনুযায়ী আরাল সাগরের প্রায় ৯০ শতাংশ পানি শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ এক সময়ের বিশাল আরাল সাগর সামান্য জলাশয়ে পরিণত হয়ে যায়।

আরাল সাগর বিপর্যয়ের প্রভাব

আরাল সাগর বিপর্যয়কে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ধরা হয়। আরাল সাগর শুকিয়ে যাওয়ার কারণে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরাল সাগর এলাকার অধিবাসীরা। কারণ তাদের অধিকাংশ নাগরিকের আয়ের প্রধান উৎস ছিল এই হ্রদটি। তাই সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

পানি শুকিয়ে গেলেও লবণ থেকে যায়। বিপর্যয়ের কারণে পূর্বের আরাল সাগর উপকূলে ঘন লবণের স্তূপের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সেখানকার মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। লবণাক্ত পরিবেশ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ মহামারী হিসেবে দেখা দেয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ৫০ বছরের মাথায় আরাল সাগরে লবণের ঘনত্ব বেড়ে লিটারপ্রতি গড়ে ১০০ গ্রাম হয়ে যায়।

১৯৯০ সালের দিকে আরাল সাগর এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আরাল সাগরতীরে গড়ে উঠা মৎস্যশিল্পের চূড়ান্ত পতন ঘটে। পরিবেশবিদরা আরাল সাগরের পরিণতি দেখে চিন্তায় পড়ে যান। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের হুমকির সাথে লড়াই করতে থাকা মানবজাতির জন্য আরাল সাগর বিপর্যয় এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বান কি মুনের সফর

২০১০ সালে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন মধ্য এশিয়া সফর করেন। সফরসূচির অংশ হিসেবে তিনি আরাল সাগর অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। তিনি আরাল সাগরের ভয়াবহ পরিণতি দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এদিকে ওদিকে ডুবে যাওয়া জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত অন্য কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই, যা আরাল সাগরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সংবাদমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, "আমি স্তব্ধ! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এটা আমার দেখা সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আঞ্চলিক নেতাদের আহ্বান করছি। আপনারা আলোচনায় বসুন। আরাল সাগরকে রক্ষা করুন"।

জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বান থেকেই আঁচ করা যায় আরাল সাগর বিপর্যয় কতটা মারাত্মক।

এর সমাধান কী?

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে আরাল সাগর নব্য রাষ্ট্র কাজাখস্তান এবং উজবেকিস্তানের অধীনে চলে আসে। কিন্তু সাগর বলতে আমরা যা বুঝি, তার কোনো অস্তিত্ব তখন নেই। মাত্র ১০ শতাংশ অঞ্চল জুড়ে পানি অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু আরাল সাগরের বিপর্যয়ের কারণে পুরো অঞ্চলের আবহাওয়ার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই দুই দেশের নেতারা একত্রিত হন।

তারা বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নেন। লম্বা খাল খনন করে দক্ষিণে সাগর থেকে পানি আনার প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে কোটি কোটি ডলার লোকসান হয়। শেষ পর্যন্ত পুরো প্রকল্প বাতিল করে দেয়া হয়।

এরপর ২০০৩ সালে কাজাখস্তান সরকার ঘোষণা দেয়, বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পুনরায় নদীর পানি আরালের দিকে প্রবাহিত করা হবে। কিন্তু উজবেকিস্তানের সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন ইস্যুতে একমত হতে না পারায় পুরো আরাল জুড়ে বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প স্থগিত করা হয়।

তবে কাজাখ সরকার বসে না থেকে নিজস্ব অর্থায়নে কাজাখস্তান সীমানায় বাঁধ নির্মাণ শুরু করার নির্দেশ দেন। ২০০৫ সালের দিকে বাঁধ নির্মাণ শেষ হয়। বাঁধের কারণে কাজাখ অঞ্চলে আরাল সাগরের পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়। হ্রদে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উত্তর আরাল সাগরে মাছ চাষ শুরু হয়।

কাজাখস্তানের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে উজবেকিস্তানের বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে আসেন। কিন্তু পানির অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় কেউই সমঝোতায় আসতে না পারায় এই প্রকল্প বেশিদূর এগোয়নি।

পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক এই কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। কাজাখ সরকারকে ৬৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করা ছাড়াও প্রায় ৮৬ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প হাতে নেয় বিশ্বব্যাংক। ২০০৮ সালে দ্বিতীয় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পুনরায় উত্তর আরাল সাগরে পানি প্রবাহ শুরু হয়।

কাজাখস্তান বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পানি পুনরায় আনতে সক্ষম হলেও, গবেষকদের মতে, আর কখনোই আরাল সাগরের পানি সম্পূর্ণরূপে ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো সমঝোতায় না পৌঁছুলে আরাল সাগরের বাকি অঞ্চলগুলোয় কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না।

ভবিষ্যতের আতশকাঁচে আরাল সাগর

ইতিহাসবিদদের মতে, ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে পানিকে ঘিরে। বর্তমানে পানি অতি মূল্যবান সম্পদ। পানিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বড় অর্থনৈতিক শিল্প। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বড় হ্রদগুলোর পানি বিপক্ষ রাষ্ট্রের নিশানায় পরিণত হবে। এক্ষেত্রে আরাল সাগরের পানি মধ্য এশিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

এছাড়াও উজবেকিস্তানের অসম্মতির কারণে এখনও অর্ধেক আরাল সাগরের পানি সঞ্চালনের কাজ শুরু করে সম্ভব হয়নি। তাই পুনরায় কাজাখ অঞ্চলে আরাল সাগর শুকিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেন বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু আপাতত আশার বাণী হিসেবে বিশ্বব্যাংক এবং কাজাখস্তানের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে পুনরায় আরাল সাগরে মৎস্যশিল্প গড়ে উঠেছে।

আরাল সাগর বিপর্যয় বর্তমান পৃথিবীর কাছে ছুঁড়ে দেয়া একটি সতর্কবার্তা। স্বার্থপর মানুষের ভুল পদক্ষেপের ফলে পুরো একটি হ্রদ শুকিয়ে বিলীন হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরাল সাগরকে স্বল্প পরিসরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও, পুরো প্রকল্পের জন্য ব্যয় হওয়া অর্থের পরিমাণ বিপুল।

পানির অপর নাম জীবন। স্বার্থান্ধ সিদ্ধান্তের দরুন হয়তো এভাবেই সকল পানি শুকিয়ে যাবে।

ইংরেজি ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে- 'Prevention is better than cure'। বিশ্বের বড় নেতারা একসাথে কাজ না করলে ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবী ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। এজন্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আমাদের উচিত পরিবেশবান্ধব প্রকল্প হাতে নিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলা। জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, বিশ্বব্যাংক এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে, নাকি নতুন এক আরাল অপেক্ষা করছে অদূর ভবিষ্যতে, তা সময়ই আমাদের জানিয়ে দেবে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার এক মূর্ত প্রতীক খুজিস্তা আকতার বানু

ডা. শামসুল হক

একটাসময় সমগ্র শিক্ষা জগৎ এবং সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক ঘরানার এই বিশাল পরিমণ্ডলের মধ্যে মুসলিম মহিলারা এতটাই পিছিয়ে পড়েছিলেন যে সেটা দেখে ভীষণ বিষণ্ণও হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। তাই কালবিলম্ব না করে নিজস্ব মেধা এবং সাহসের উপর ভর করে নিজ প্রচেষ্টাতেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন এবং পুরোপুরিভাবে সফল হয়ে সমাজের আরও অনেক মহিলাদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করার কাজে সফলও হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি খুজিস্তা আকতার বানু। তিনিই হলেন প্রথম ভারতীয় মুসলিম মহিলা, যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অতি প্রত্যাশিত ডিগ্রীটি অর্জন করে দেশের মুখও উজ্জ্বল করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রধান একজন পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্রও পেয়েছিলেন। আর এই ব্যাপারে তিনিই হলেন এই উপ মহাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা, যিনি এই বিশাল কৃতিত্বের স্বাক্ষরও বহন করেছিলেন।

সেইসময় অবশ্য লেখাপড়া সহ সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে মুসলিম ছেলেরা প্রতিযোগিতা মূলক একটা পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করলেও মেয়েরা কিন্তু ছিলেন একবারে পিছনের সারিতেই। বলাই বাহুল্য, নিজের চোখের সামনে দেখা সেই করুণ দৃশ্য তখন ভীষণভাবেই ভাবিয়ে তুলেছিল তাঁকে এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। বেগম রোকেয়ার মতো মুসলিম মহিলারা অবশ্য সেইসময় শিক্ষার প্রসারের জনয্ই অকৃত্রিম প্রচেষ্টাও

চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিয়সী সেই নারীর সঙ্গে আবার উপযুক্ত সহায়তা দিচ্ছিলেন তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের মতো যোগ্য মানুষও। কিন্তু তখন যে কোন কারণেই হোক তাঁদের সংগ্রামের সেই ঢেউ তেমন মারাত্মকভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি।

আকতার বানু লক্ষ্য করেছিলেন সব কিছুই। তাই সবকিছু বুঝেই বেগম রোকেয়ার এবং তাঁর স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য একটাই, মুসলিম মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের সেই মহাসংগ্রাম আরও জোরদার হয়ে উঠুক এবং সকলেই নিজস্ব সাহসের উপর ভর করেই গড়ে তুলুক নিজেদের ভবিষ্যতও।

নিজের শিক্ষাজীবনের একেবারে শুরু থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন যে মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে আছে হরেক বাধা, আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে তো সেই বাধার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল আরও বহুগুণ। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি চেয়েছিলেন আগে নিজে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তারপর ভাববেন অন্যদেরও শিক্ষিত করার কথা।

খুজিস্তা আকতার বানুর শিক্ষা জীবন শুরু হয় হুগলি শহরের একটা মিশনারী স্কুলেই। পাশাপাশি হুগলি মাদ্রাসা স্কুল থাকলেও সেখানে তখন মেয়েদের পড়াশোনা করার কোন সুযোগই ছিল না। সেটা তখন সেই এলাকার হিন্দু, মুসলমান সহ অন্যান্য আরও অনেক সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য আদর্শ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হলেও মেয়েদের জন্য তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সেই স্কুলেই নিজস্ব প্রচেষ্টায় তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেকটাই পথ। যদিও বর্ধিত মুসলিম পরিবারের অত্যন্ত রক্ষণশীল একটা বেষ্টনেই বন্দী হয়ে দিনাতিপাত করার কথা তাঁর। কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে মুক্ত প্রকৃতির মাঝে বেরিয়েও এসেছিলেন তিনি। আর এই ব্যাপারে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার পূর্ণ সহযোগিতাও।

১৮৭৮ সালে জন্ম তাঁর হুগলি শহরে। তাঁর পূর্ব পুরুষরা ছিলেন ইরাকের বিখ্যাত সুরাহওয়ারদি বংশের সন্তান। ইরাক থেকে তাঁরা প্রথমে আসেন মেদিনীপুরে। তারপর হুগলি। স্থানীয় একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজও নেন তিনি। একসময় কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার রহিম জাইদি সুরাহওয়ারদি সাহেবের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হন তিনি।

স্বামী স্ত্রী মিলে এবার সমাজসেবা মূলক নানান কাজে এগিয়ে যেতেও শুরু করেন তাঁরা। মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিস্তার দিয়েই শুরু হয় সেই পরিক্রমা। দীর্ঘদিন ধরে চালিয়েছিলেন বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষাও। অবশেষে সফল হন এবং তার পুরস্কার হিসেবে ভারত সরকারে এগজামিনেশন বোর্ডের তরফ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সম্মান সূচক পদবি ডিগ্রী অব অনার্স।

যেকোন ধর্ম বা ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে কোন মানুষকে তিনি কখনও দেখেননি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে। অশ্রদ্ধার চোখে তো নয়ই। গরীবদের কথাও তিনি শুনতেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই। ছিল মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ নজরও। মেয়েরা যাতে সবসময় সঠিক চিকিৎসা পায় সেজন্য তিনি নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখতেন লেডি ডাফরিনের সঙ্গেও।

সমাজের উন্নয়নমূলক অনেক কাজেরই সাক্ষী হয়ে আছেন সেই মহিলা। কিন্তু একেবারে সীমিত আয়ু নিয়েই তিনি এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। ১৯১৯ সালে কলকাতার বেশ কয়েকটা বস্তিতে দেখা দিয়েছিল কলেরা রোগ। একসময় সেটা মহামারির আকারও নিয়েছিল। সেখানেও ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন রকমভাবে তাঁদের সাহায্যও করেছিলেন । কিন্তু কয়েকদিন পর তিনিও সেই রোগে আক্রান্ত হন । তারপর অনেক চেষ্টার পরও বাঁচান সম্ভব হয়নি তাঁকে । মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই এই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেন তিনি।

সমাজ-রাজনীতিতে দুর্নীতি ও উত্তরণের উপায়

পাভেল আখতার

রাজশেখর বসুর একটি রম্য-প্রবন্ধ আছে। 'উৎকোচ তত্ত্ব'। প্রবন্ধটিতে 'উৎকোচ'-কে দুটি গোত্রে ভাগ করা হয়েছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল উৎকোচ বলতে টাকাপয়সা দিয়ে 'কাজ' হাসিল করা। এক্ষেত্রে উৎকোচ দাতা ও উৎকোচ গ্রহীতা দুজনেই চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বসে থাকে! কিন্তু, সূক্ষ্ম উৎকোচ ঈষৎ শৈল্পিক! দাতা জানে সে কি ও কেন করছে, কিন্তু গ্রহীতা সবসময় তা বুঝতে পারে না। অথচ, তার মন খুশিতে ডগমগ করে ওঠে! ফলাফল একই। সূক্ষ্ম উৎকোচ কেমন ? শখের বাগানে ফোটা সুগন্ধি ফুল, বিখ্যাত দোকানের মিষ্টি, গৃহকর্ত্রীর জন্য জামদানি শাড়ি, অলঙ্কার ইত্যাদি। 'সূক্ষ্ম উৎকোচ' বস্তুটা বোঝাতে রাজশেখর বসু কল্পিত এক 'নীতিবান' বিচারকের উদাহরণ দিয়েছেন। 'বেচারা' বিচারক তার গৃহকর্ত্রীর ঝাঁঝে 'রায়' দেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে। গৃহকর্ত্রী ততক্ষণে যে সূক্ষ্ম উৎকোচ পেয়ে গেছেন, তিনি তো 'ঝাঁঝ' দেখাবেনই!

যে দুর্নীতির চর্চা আমরা অষ্টপ্রহর করে থাকি, তার মূলে আছে উৎকোচ। যাকে গোদা বাংলায় বলে 'ঘুষ'। প্রশ্ন হচ্ছে, এই উৎকোচ বা ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া ব্যাপারটা কি কেবল 'চাকরি'তেই সীমাবদ্ধ ? মোটেই নয়। বিয়েতে যে কুখ্যাত 'পণপ্রথা'র অস্তিত্ব জগদ্দল পাথরের মতো আজও সমাজে গেড়ে বসে আছে তাকে কি উৎকোচ বা ঘুষ বলা যায় না ? সরকারি অফিসে 'কাজ' করাতে গিয়ে উৎকোচ বা ঘুষ দেওয়া তো প্রায় একটা অনিবার্য প্রথায় পরিণত হয়েছে! সাধের বেসরকারি স্কুলে কিংবা কলেজে ভর্তির জন্য যে মোটা অংকের 'ডোনেশন' দিতে হয় তা-ও কি উৎকোচ বা ঘুষ নয় ? বিনা টিকিটে অথবা সাধারণ টিকিটে ট্রেনে উঠে সংরক্ষিত আসনের জন্য টিকিট পরীক্ষককে উৎকোচ বা ঘুষ দিতে আমাদের বাধে না! কাম্য জায়গায় বদলির জন্য উৎকোচ বা ঘুষ দিতেও আমরা দ্বিধাহীন! তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। পরিশেষে উৎকোচ হয়তো নিজেই গান ধরবে :

''আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনই লীলা তব...!''

মাটির গভীরে চারিয়ে যাওয়া শক্ত শিকড়ের মতো এটা একটা নিদারুণ সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধিকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের জীবনযাপন। আমরা নানা আঙ্গিকের 'দুর্নীতি'-কে তো 'ব্যাধি' হিসেবে চিহ্নিত করতেই পারিনি। তাহলে তার 'নিরাময়' কীভাবে হবে ? 'দুর্নীতির সঙ্গে সমঝোতা' কথাটা ভুল। আসলে আমরা 'দুর্নীতি'র মধ্যে বেঁচেবর্তে থাকাকেই 'চয়ন' করে দিব্যি আছি! এজন্যেই মাঝেমধ্যে যে তীব্র 'বিরুদ্ধ ঢেউগুলি' ওঠে তা অবশেষে 'অর্থহীন শব্দের জঞ্জালে' পরিণত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না!

গোটা সমাজটাই যখন নানা কিসিমের দুর্নীতির পাঁকে ডুবে থাকে তখন সহসা কোনও 'বিরাট বিস্ফোরণে' সমাজের সমবেত ক্রুদ্ধ গর্জন অর্থহীন! মনে রাখতে হবে যে, 'দুর্নীতি' নামক অপকর্মটি সম্পন্ন হয় দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অংশগ্রহণে। সব ক্ষেত্রেই।

ধরা যাক, একজন আপাদমস্তক সৎ, আদর্শবাদী, প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ ভোটে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু, বড় কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নয়। ছোট দল, অথবা নির্দলও হতে পারে। পক্ষান্তরে, আরেকজন মানুষ ভোটে দাঁড়িয়েছেন, বড় রাজনৈতিক দলের ব্যানারে। তিনি সৎ না কি অসৎ জানা নেই ; অথবা জানা আছে যে, সৎ নন। এবং, তিনি ততটা শিক্ষিতও নন। কে জিতবেন ? চোখ বন্ধ করে বলা যায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি। অভিজ্ঞতা বলে, যাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছিল তিনি সমাজের জন্য 'কিছু' করেননি, কিন্তু নিজের জন্য 'যথেষ্ট' করেছেন! তাঁর কি দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়া উচিত ? কিন্তু, আমরা কী দেখি ? অতএব, একটি প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী। অসৎ রাজনৈতিক নেতা গড়ে ওঠার 'দায়' জনগণের উপর কি বর্তায়, না কি বর্তায় না ? 'দুর্নীতি' কোনও একক জিনিস নয়। সুতোর দুটি প্রান্ত থাকে। বিয়েতে যে 'পণ' নেয় সে খারাপ আর যে দেয় সে কি ধোয়া তুলসীপাতা ? 'অগ্নীশ্বর' ছবিতে বিয়ের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার তার ছেলেকে বলছেন, 'যে দুধে কেরোসিনের গন্ধ সে দুধ তোমরা গিলতে পারো, কিন্তু আমি গিলতে পারব না!' প্রসঙ্গ : ছেলের শ্বশুর গর্বের সঙ্গে যখন বলছিলেন তিনি জামাইকে বিয়েতে কি কি দিয়েছেন। 'দুর্নীতি' নিয়ে দারুণ কলরব হতে পারে, কিন্তু তা জনগণের কাছে কোনও দিনই 'সিদ্ধান্তকর বিষয়' হয়নি। আর সম্ভবত হবেও না, বিশেষত চলমান ভোটের রাজনীতিতে। সাম্প্রতিক সময়ে 'ইলেক্টোরাল বন্ড' নামক পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি নিয়েও কিছু সামাজিক দায়বদ্ধ মিডিয়াসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর কোলাহল, গর্জন লক্ষ করা গেছে। কিন্তু, সমাজের অভ্যন্তরে যদি নিরপেক্ষ সমীক্ষা করা যায় তাহলে এটাই দেখা যাবে যে, এজন্য সেখানে কোনও বিরূপতার ঢেউই বইছে না! তার কারণ, ছোট-মেজো-বড় নানা আঙ্গিকের 'দুর্নীতি'র সঙ্গে মিতালি পাতিয়েই সমাজজীবনের স্রোত বয়ে চলেছে!

একথায় কোনও সন্দেহ নেই যে, দুর্নীতি হচ্ছে এমন একটা 'অভিশাপ', যা না থাকলে আমাদের দেশ সত্যিই 'অন্যরকম' হ'ত! পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোকে দেখে আমরা নিত্যদিন আক্ষেপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হই! আত্মদর্শন বা আত্মসমালোচনা ব্যতীত এই 'আক্ষেপ' অর্থহীন। মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা আজও কেন রয়ে গেলাম 'উন্নয়নশীল' সেকথা উপলব্ধি করার এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। যদি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে বলতে হবে যে, আমাদের কপাল থেকে 'উন্নয়নশীল'-এর তকমা আজ অবধি না ঘোচার প্রধান কারণ হ'ল 'দুর্নীতি'। শুধু যে ক্ষমতার অলিন্দে দুর্নীতি আছে তা নয়, সমাজের সমস্ত স্তরে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি রয়েছে। অফিসে অফিসে দুর্নীতি। যেখানে বাচ্চারা মধ্যাহ্নকালীন খাবার খায় সেখানে পর্যন্ত দুর্নীতি হয়। তাহলে আর কী হবে! আর, একথাও ঠিক যে, মানুষের নৈতিক চরিত্র সঠিকভাবে গঠিত না হলে 'দুর্নীতি' নামক এই 'অভিশাপ' দূরীভূত হওয়াও সম্ভব নয়! কিন্তু, সেই ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা কোথায় ?

কৃতজ্ঞতা

জহির-উল-ইসলাম

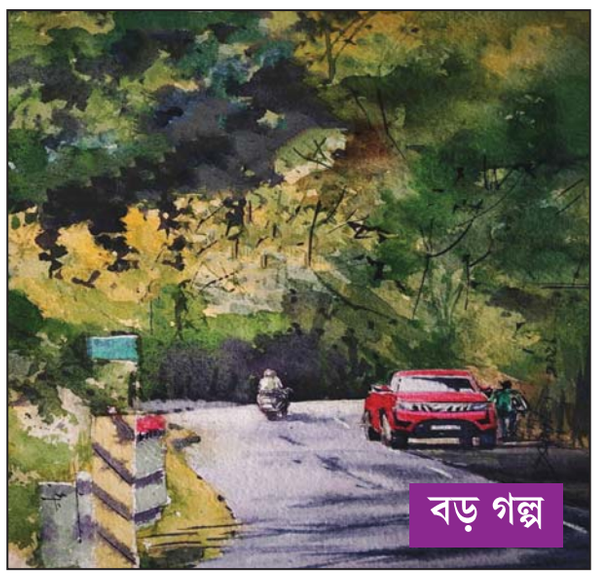

সচরাচর দূর পাল্লার সফরে গেলে গাড়ি নিয়ে যায় না সুমাইয়ারা। আজ তার ব্যতিক্রম। আরামদায়ক রেলপথ ত্যাগ করে সড়ক পথে নিজস্ব গাড়িতেই গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল তারা। আজকে আর তাদের কেবল সোজা আলীনগর থেকেই ফিরে আসা সম্ভব হবে না। একটু আনাচে-কানাচেও ঢু মারতে হবে। সুতরাং গাড়ি ছাড়া স্বাচ্ছন্দে সেটা সম্ভব নয়। হারুন নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে। আজও গাড়ির স্টিয়ারিং তারই হাতে। সঙ্গে আছে চার বছরের পুত্র নাহিদ। স্কুল-কলেজ তিনদিন ছুটি। টানা কাজের মধ্যে এমন ছুটি-ছাটা পেলে বেশ ভালোই লাগে। ছোট-খাটো সফর শেষে সামনের দিনগুলোতে নতুনভাবে কাজ করার যথেষ্ট এনার্জি আসে।

কাজের চাপে অনেকদিন গ্রামের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি তাদের। আলীনগর থেকে সুমাইয়ার শ্বশুরবাড়ি খুব একটা বেশি দূরে নয়। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। একবার দেখা করে তাদের দোয়া নেওয়া দরকার। সামনে রমজান মাস আসছে। রোজার আগে আর যাওয়া হবেনা হয়তো। রোজা উপলক্ষে তাদের হাতে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে আসাও যাবে। তবে প্রথমেই দেখা করতে হবে দীনু কাকুর সঙ্গে। আহা, ইদানীং বেচারা কত কষ্টেই না দিন গুজরান করছে। আগের মতো বর্ষার সময় পায়ে কাদা মাড়াতে হয়না বটে, তবে বর্ষা আসলেই রাস্তার জায়গায় জায়গায় জল জমে জলাশয়ে পরিণত হয়। এমন দুর্গম পথঘাট অতিক্রম করে স্কুল জীবনের দীর্ঘ কয়েকটি বছর কী কঠিন সংগ্রাম করেই না বড় হয়েছে সে! আজ সেসব ভাবলে নিজেই আশ্চর্য হয়। রাস্তাঘাটে তখনো টোটো নামেনি। মানুষের জীবনে এখনকার মতো এত স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি। সেই দিনগুলোতে তার একমাত্র ভরসা ছিল দীনু কাকুর প্যাডেলওয়ালা তিন চাকার সাধারণ রিকশা। স্কুল থেকে প্রাইভেট-টিউশন যেখানেই যাওয়ার দরকার দীনু হাজির। দিনের নির্ধারিত সময়ের জন্য সারা বছরই রিজার্ভ থাকত। শুধু নিয়ে যাওয়া-আসায় নয়, তার সম্ভ্রম-মর্যাদা রক্ষার জন্য সদাই সচেষ্ট থাকত দীনু সিংহ। সুমাইয়া এমনিতেই হিজাব পালন করত। ফলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে থাকা বখাটে যুবকেরা তার দিকে কোনদিন ঘুরেও তাকাত না। তবে একবার একটা ঘটনায় সুমাইয়া বেশ ঘাবড়ে গেছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। টিপটিপ বৃষ্টিও ঝরছে। নির্জন রাস্তাঘাট। এই সুযোগে সেইদিন দু'জন মাতাল তাদের গাড়ির সামনে এসে পথরোধ করে। 'আমার লাস না ফেললে একদমই এগুতে পারবিনা' বজ্রগম্ভীর স্বরে দীনুর এই একটা হুংকারের সঙ্গে ওদের একজনের পিঠে একটা লাঠির ঘা পড়তেই নিমেষে ভয় পেয়ে দুজনেই গায়েব। সুমাইয়াও হাফ ছেড়ে বাঁচে। ব্যাটাদের কী মতলব ছিল কে জানে। ঘটনাটি মনে পড়লে আজও তার গা শিউরে ওঠে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট নিয়েই উচ্চ শিক্ষার জন্য সুমাইয়া রওনা দিল কলকাতায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলো। যথেষ্ট মেধাবী বলে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। উচ্চ শিক্ষা শেষ করে জেলা সদর বহরমপুরের অদূরে কোন এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহজেই শিক্ষকতার সুযোগটা জুটে গেল। বেকারত্বের যন্ত্রণা কেমন, একদিনের জন্য অনুভব করেনি সে। সুমাইয়ার এই সাফল্যের পেছনে স্বামী হারুনেরও অবদান কম নয়। শিক্ষা জীবনের মাঝপথেই সুমাইয়া বাবাকে হারিয়েছিল সড়ক দুর্ঘটনায়। তাই অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পা দিতে না দিতে মা আর ঝুঁকি নিতে চাইল না। মেয়ের বিয়ের জন্য উতলা হয়ে উঠল। তাছাড়া ভাবল, এখনই বিয়েটা দিয়ে দিলে সুমাইয়ারও একটু হিল্লা হবে। তাকে আর দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না, ছোটাছুটি করতে হবে না। ওর নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়াদি জামায়-ই সব দেখে নিতে পারবে। তখনও হারুনের চাকরিটা হয়নি। একরূপ বেকার বললেই ভালো হয়। ভালো ডিগ্রি আছে। নিকট ভবিষ্যতে কিছু একটা হবেই। তাই প্রস্তাব আসলে সুমাইয়ার মা-ও পিছপা হননি। ভেবেছিলেন, আল্লাহ্ রুটি রুজির মালিক। কেউ না খেয়ে থাকে না। ছেলে সৎ ও ধার্মিক। সাতে-পাঁচে নেই। এযুগে এমন ছেলে পাওয়া দুষ্কর। কম খাওয়া-পড়া করলেও মেয়েটা ভালো থাকবে। তবে এত দ্রুত কপাল ফলবে কেউ ভাবতেই পারে নি। আল্লাহর ইচ্ছায় বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই হারুনও একটা কলেজে অধ্যাপনার সুযোগটা পেয়ে গেল। সচরাচর দেখা যায় এমন প্রতিষ্ঠিত দম্পতিদের মধ্যে কোথায় যেন একটা বোঝাপড়ার অভাব থাকে। আর তা থেকেই নিজেদের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হয়। পরস্পরের মন না পাওয়ার এক অব্যক্ত বেদনা শেষ পর্যন্ত অনেক দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদও ডেকে নিয়ে আসে। সুমাইয়া-হারুনের দাম্পত্য জীবনে মিশে আছে কিসের এক সুদৃঢ় মেলবন্ধন। হারুন দাবি করে, পবিত্র ইসলামের ছায়া তাদের জীবনে এই অনাবিল প্রশান্তির এনে দিয়েছে। কাজে যোগ দিয়েই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে সুমাইয়াকে নিয়ে বহরমপুরে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছিল হারুন। ইদানীং শহরের এক নির্মল পরিবেশে ছিমছাম গোছের একটা ফ্লাটও কিনে ফেলেছে সে।

আগামী সপ্তাহে পরবর্তী অংশ

চুরি

তাসলিমা খাতুন

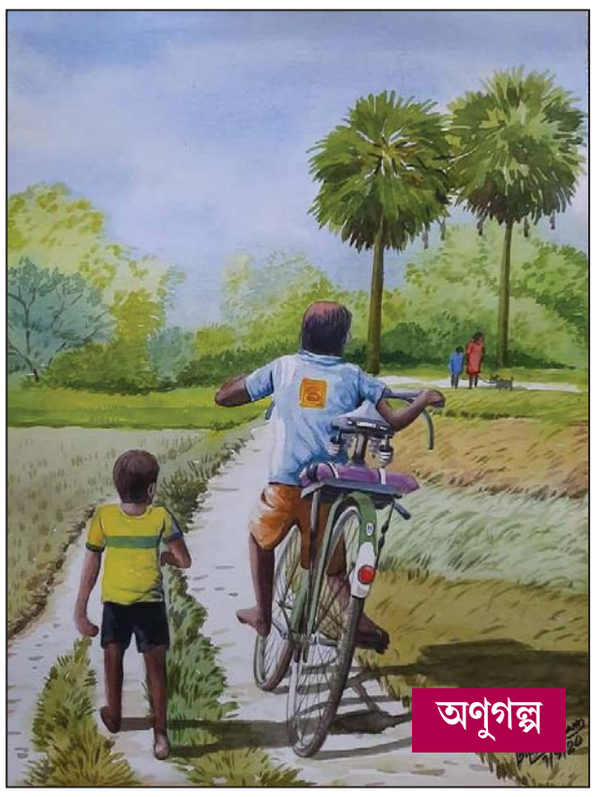

"এই ধর ধর ছেলেটাকে ধর রুটি চুরি করে পালাচ্ছে"

রুটিটা নিয়ে প্রাণপনে দৌড়াচ্ছে দিহান ভয়ের তাড়নায়, খিদের তাড়নায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, দোকানদার তাকে ধরে ফেললো সঙ্গে গালে গালে কয়েকটা চর থাপ্পড়ও বসিয়ে দিল। ক্ষণিকের মধ্যেই কিছু লোকজন সেখানে ভিড় জমালেন, কেউ কেউ দিহানের শীর্ণ দেহ, জরাজীর্ণ পোশাক দেখে সহানুভূতি দেখালো। কেউ বলল, এই সব ছেলেদের জন্যই সমাজটা নষ্ট হচ্ছে।

যার দোকান থেকে রুটিটা চুরি করেছিল সেই দোকানি দিহানের হাত থেকে রুটিটা কেড়ে নিল, বেশ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে আবারও মারধর করতে শুরু করলো। এমন সময় কোথা থেকে ত্রিশ - পঁয়ত্রিশ বছরের একজন মহিলা ছুটে এলেন। গায়ে ময়লা ছেড়া কাপর, উস্কো খুস্কো চুল, চোখ কোটরাগত , বহুদিনের অযত্নে ফর্সা রংটা তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি এসে দিহানকে জড়িয়ে ধরলেন। দিহানকে না মারার জন্য কাকুতি মিনতি করে বললেন,

"আমার ছেলেটাকে আর মারবেনা না বাবু ।"

"ছেলেকে শাসন করতে পারো না?"

"ওর কোনো দোষ নেই বাবু কাল সারাদিন খায়নি তাই চুরি করে ফেলেছে।"

একজন মৌলবী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন,

"দেখেছো ছেলে চুরি করেছে আর তার হয়ে সাফাই গাইছে, ধর্ম মতে তো ছেলেটার হাত কেটে নেওয়া উচিৎ।"

কাল সারাদিন দিহানের মায়ের পেটে কিছু পরেনি,আজকেও পরবে কি তার ঠিক নেই, আজ যদি কেউ ভিক্ষে দেয় তবেই....। খেতে না পাওয়ার দুঃখে আর ছেলের দুঃখে তাঁর ভেতর থেকে ক্ষোভ বেরিয়ে এলো ,

" ধর্ম বুঝি তাই বলে বাবু? তবে দেশের মন্ত্রীদের বড়ো বড়ো ব্যাবসায়ীদের হাত কেন কেটে দেন না?"

একজন লোক অবজ্ঞা করে বললেন,

"সরকার কিছু দিলে তো ঠিকি হাত পেতে নিতে পারো, আর এসব কথা বলছো জানে ভয় নেই?"

"যার কিছুই নেই তার আবার কিসের ভয় বাবু, আছে শুধু এই শরীর যার মধ্যে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না । যারা দেয়, তবে দেয়ার চেয়ে তারা শোষণ করে বেশি। জনসাধারণের জন্য সরকার নিযুক্ত করা হয়, এদিকে জনসাধারণের দিন চলে না আর সরকারও তার খেয়াল করে কৈ!"

মহিলার কথায় সত্যি সত্যি মানুষের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কেউ যেন কোনো ভাষা পেল না কিছু বলার জন্য। কিছুক্ষণ নীরবতার পর একজন বললেন,

"দোষ তো তোমাদেরই, ছেলেটাকে যদি স্কুলে পাঠাও তবুও তো ছেলে শিক্ষিত হলে সমাজ থেকে দারিদ্রতা কমে, এমন সন্তানের জন্যই তো সমাজ টা নষ্ট হচ্ছে।"

দিহানের মায়ের মনে যেন আজ অগ্নিসংযোগ হচ্ছে - সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,

সন্তানের জন্য সমাজ নষ্ট হয় না, সন্তান নষ্ট হয় সমাজের জন্য। আপনারা যাঁরা সমাজের বিচারপতি তাঁরা কখনো হতদরিদ্রদের দিকে চেয়ে দেখেন? সামান্য রুটি চুরির জন্য ছেলেটাকে মারধর করলেন, কৈ তার পরিবর্তে তো সহানুভূতি দেখিয়ে ছেলেটাকে দুটো নীতি কথা শেখাতে পারলেন না, আপনারা তো শিক্ষিত মানুষ তবে কেন এমন আচরণ আপনাদের? ধিক্কার জানাই আপনাদের মত শিক্ষিতদের ।"

কথা গুলো বলে দিহানের মা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলেন। দিহান যখন মাস খানেকের ছেলে, তার বাবাকে কি যেন একটা কঠিন ব্যাধি হলো । দিহানের বাবার রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। অভাবের সংসারে দিহানের মা যেনো অথৈ সাগরে পড়লো , কষ্ট করে কিছু জমানো টাকাও ঔষুধ কিনতে শেষ হয়ে গেল, জায়গা জমি কিছু নেই বস্তিতে একটা ভাঙা ঘর ছাড়া। ডাক্তার দেখানোর রাস্তা না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করলেন দিহানের মা ,কিন্তু ভিক্ষা করে ডাক্তার দেখানো তো দুর সংসার চালানোই দুষ্কর হয়ে উঠলো। দিহানের বাবাও মাস খানেক পর মারা গেলেন। দিহানের মা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন দিহানের মায়ের যাওয়ার দিকে অবাক নয়নে চেয়ে রইলো।

ক্ষতবিক্ষত মা

সিরাজুল ইসলাম ঢালী

মায়ের হাসিকান্নায় বিরাজমান জ্বলন্ত সূর্য
বিস্ফোরণ আর বিস্ফোরণ !
সত্যি বলতে রক্তের আদান প্রদানে মা,
মায়ের পদ্মা গঙ্গা প্রবাহ মা,
আত্মজ সৃষ্টির কেন্দ্রীয় রহস্য মা,
শোকতাপ বিষবৃক্ষ নীলকণ্ঠ মা ।
যুবতী নারী প্রিয়তমা বধূ
কিংবা প্রিয়তমা একদিন মা,
আলিঙ্গন সম্ভোগ ক্রিয়া বিক্রিয়া
কিংবা রাসায়নিক পরিবর্তন মা,
লয় প্রলয় সুখ দু:খ প্রেম বিরহ
সব ছারখার ধ্রুব চিহ্ন মা,
দুগ্ধ রস রক্ত আদি অনন্ত
যুদ্ধ বিগ্রহ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল মা ।
যত সহ্য যত কোমল যত নিরীহ
ততটাই চণ্ডাল কপাল কুণ্ডলা মা,
এক কোষ থেকে কোটি কোটি
ভিক্ষুক থেকে কোটিপতি মা ।

বৈশাখী প্রেম

সুরাবুদ্দিন সেখ

বৈশাখ এলো বসুন্ধরায় বঙ্গদেশের মাঝে
বৈশাখ রঙে মেতে উঠি প্রতি সকাল সাঁঝে,
বৈশাখ দিনে শীতল করে আমার পোড়া মন
শীতল হাওয়াই তাপের সনে করি আমি রণ।
বিকেলবেলায় সবুজ মাঠে গাই যে প্রেমের গান
সবুজ মাঠে ভালো লাগে হৃদয় করি শান,
বৈশাখ হাওয়াই ভেসে বেড়ায় কাঁচা আমের ঘ্রাণ
প্রকৃতির এই মাধুর্যতায় জুড়ায় আমার প্রাণ।
বৈশাখ মাসে জন্ম আমার তাই বৈশাখ প্রেমে পড়ি
বৈশাখ তুমি চলে গেলে আমি কেঁদে মরি,
তোমার তরে ধু- ধু করে আমার সারা গাঁ
প্রেম বাগিচায় ঘুরে আমি করি শীতল গা।
তোমার উষ্ণতায় কণ্ঠ শুকায় তবুও লাগে তৃপ্তি
তোমার স্থায়ীত্বে বারি শীতল হৃদজগৎ- এ দীপ্তি।

ছড়া-ছড়ি

হায়রে গরম

সুচিত চক্রবর্তী

হায়রে গরম ভ্যাপসা গরম
গরমে টেকা দায়,
ভাবছি কবে বৃষ্টি হবে
প্রাণ যায় প্রাণ যায়।
চারদিকেতে কেবল বাড়ি
কোথায় গাছপালা ?
হাওয়া এখন খেলছে না আর
গরমের কি জ্বালা।
হায়রে গরম ভ্যাপসা গরম
আকাশ বাতাস চুপ,
গাছ-গাছালি মনে মনে
হাসছে এখন খুব।
পাখপাখালির কাছে এবার
গাছগাছালি বলে-
প্রকৃতিকে ধ্বংস করে
যাচ্ছে রসাতলে।
গরম গরম ভাপসা গরম
বাঁচার উপায় আছে,
সবাই যদি একটি গাছ
লাগায় বাড়ির কাছে।

শিশু ছড়া

আলিমা খাতুন

ওয়ান গেল মাছ ধরতে
টু গেল তার সাথে,
থ্রি কেমন নৌকা চালায় বৈঠা নিয়ে
হাতে ফোর বসেছে গাছের ডালে,
ফাইভ বসে কাঁধে,
সিক্স যাবে রথে চড়ে
পূর্নিমার ঐ চাঁদে,
সেভেন কেমন সাঁতার কাটে
এইট কাটে ধান,
নাইন কেমন তবলা বাজায়
টেন ধরেছে গান।

কালবৈশাখীর মহিমায়

সামজিদা খাতুন

ধীর - স্থির - গুমোট ধরা - গম্ভীর প্রকৃতি
দ্যুলোকে কৃষ্ণ বর্ণ জীমূত যেন অধিপতি !
বৈশাখে আচমকা জলদ --দিচ্ছে সংকেত---
কালবৈশাখীর
প্রলয় - তান্ডব বজ্রনিনাদে স্তম্ভিত বসুধা -
দক্ষিণাভিমুখী কালবৈশাখীর লহমায়
অখিল পাতায় যেন নতুন করে লেখা হয় --
আকাশ, বাতাস, সাগর - মহাসাগর -
মহানগর-- মহাপল্লী কাঁদে ক্ষতিপূরণের যন্ত্রণায় !
আজ তো কালবৈশাখী নায় --
তবে কাঁদছে কেন জনজীবন হায় !
তাপপ্রবাহের নিষ্ঠুরতায়!
সেই বিচারের প্রহসন যন্ত্রণায় ---!
কাঁদছে জীবন--
শিক্ষা আজ দলিত - মথিত --
অপশিক্ষার দূর্ণিবার ডঙ্কায় ---
বিদ্যুতের চকিত লালিমায় --
মোড়ের মাথা, চায়ের দোকান,প্রতিবেশী হাস্যাস্বাদনের খোরাকে
আলোকিত----!!!

গ্রীষ্মের সূর্য

মোঃ ইজাজ আহামেদ

বসন্তের কোল থেকে নেমে এসেছে গ্রীষ্ম
বৈশাখের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে সে
উনুনে জ্বাল দিচ্ছে সূর্য
গড়গড় করে ফুটছে দুপুর
ক্রোধান্বিত দুপুরে শুয়ে আছে তৃষ্ণার্ত রাস্তা
কোলাহল শূন্য
স্কুল বন্ধ
যেন লকডাউন
গাছ মাথায় ছাতা নিয়ে দাড়িয়ে আছে
পাখিরা লুকাচ্ছে গাছের ছাতার নিচে
পাখির কলকাকলি নেই
নিস্তব্ধ দুপুর
মেঘবালিকারা ডানা মেলে পাড়ি দিয়েছে
কোনো অজানা দেশে
পুড়ে যাচ্ছে মাটির চামড়া
পড়ছে ফোস্কা
আসছে উত্তপ্ত পোড়া গন্ধ
বাতাস ছাড়ছে উষ্ণ বিষাক্ত শ্বাস
জানালাগুলো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ওয়েস্ট হামেও পয়েন্ট খোয়াল লিভারপুল

আপনজন ডেস্ক: ওয়েস্ট হাম ২ : ২ লিভারপুল
আগের ম্যাচে এভারটনের কাছে হেরেই শিরোপা-দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। এবার ইয়ুর্গেন ক্লপের দল পয়েন্ট খুইয়েছে ওয়েস্ট হামের মাঠেও। আজ লন্ডন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে লিভারপুল। আর তাতে লিভারপুলের শিরোপা-স্বপ্ন প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল।
দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট খোয়ানো লিভারপুলের পয়েন্ট ৩৫ ম্যাচে ৭৫, তিন নম্বরে আছে দলটি। দুই ম্যাচ কম খেলে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। আর্সেনাল শীর্ষে আছে ৩৪ ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে। চলতি মৌসুমে আজকের আগে দুবার ওয়েস্ট হামের মুখোমুখি হয়েছিল লিভারপুল। লিগের ম্যাচে জয় ছিল ৩-১ গোলে, লিগ কাপে ৫-১ ব্যবধানে। সেই একই দলের বিপক্ষে আজও শুরু থেকে বলের দখলে এগিয়েছিলেন লুইস দিয়াজ, কোডি গাকপো, অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টাররা। তবে ম্যাচে প্রথম এগিয়ে যায় ওয়েস্ট হামই।
৪৩ মিনিটে লুকাস পাকেতার নেওয়া কর্নার মোহাম্মদ কুদুস হয়ে যায় জ্যারড বোয়েনের কাছে। চোটের কারণে লিগে সর্বশেষ দুই ম্যাচ মিস করা এই উইঙ্গার হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। এবারের লিগে এটি বোয়েনের ১৭তম গোল। দুই দল বিরতিতে যায় ওয়েস্ট হামের পক্ষে ১-০ স্কোরলাইনে। লিভারপুল ম্যাচে সমতা ফেরায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই। ৪৮ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে লুইস দিয়াজের কাটে বল পেয়ে শট নেন অ্যান্ড্রু রবার্টসন। বল পাকেতার গায়ে লেগে কিছুটা দিক পাল্টে ফেলে, যা ওয়েস্ট হাম গোলকিপার আলফোঁস আরেওলা ঝাঁপিয়েও নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি। বল পোস্টের ভেতরের অংশে লেগে জড়ায় জালে।
সমতা আনার পর উজ্জীবিত লিভারপুল ৬৫ মিনিটে পেয়ে যায় দ্বিতীয় গোলও। বক্সের এক পাশে বল পেয়ে ভলিতে সামনের জটলায় বাড়ান কোডি গাকপো। বল ওয়েস্টহাম সেন্টার ব্যাক অ্যাঞ্জেলো ওগবোনার পায়ে লেগে দিক পাল্টে তাঁর সতীর্থ টমাস সুচেকের দিকে যায়। অপ্রস্তুত সোকেক কিছু বুঝে ওঠার আগে বল তাঁর পায়ে লেগে জালের দিকে যায়। লাইন পার হওয়ায় বল গোলকিপার আরেওলার হাতেও লাগে। ওয়েস্ট হামের তিন খেলোয়াড় হয়ে জালে যাওয়া গোল আত্মঘাতী নামে যোগ হয় লিভারপুলের পাশে।
তবে লিভারপুলকে বেশিক্ষণ স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি ওয়েস্ট হাম। ৭৭ মিনিটে বোয়েনের ক্রস থেকে হেড করে আলিসনের বাঁ পাশ দিয়ে জালে পাঠান মিখাইল আন্তোনিও। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রেখে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে ওয়েস্ট হাম। ওয়েস্ট হাম ৩৫ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট লিগ পয়েন্ট তালিকার আট নম্বরে আছে।

মেসিতে মুগ্ধ কাউকে একাদশে রাখবেন না প্রতিপক্ষ দলের কোচ

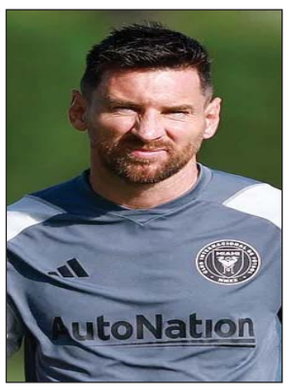

আপনজন ডেস্ক: আগামীকাল ভোরে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে ইন্টার মায়ামির মুখোমুখি হবে নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশন ক্লাব। ধারণা করা হচ্ছে, নিউ ইংল্যান্ডের মাঠে এই ম্যাচ উপভোগ করতে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রায় ৬০ হাজার দর্শক। যেখানে দুই দলের সমর্থকদের পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গনের তারকাদেরও দেখা যেতে পারে। আগামীকালের এই ম্যাচকে ঘিরে আগ্রহের মূল কারণ যে লিওনেল মেসি, তা বোধ হয় না বললেও চলে। মেসির উপস্থিতির কারণেই মূলত এমএলএসের ম্যাচগুলোকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে উঠেছে। তবে মেসিতে যাঁরা মুগ্ধ, তাঁদের দলে নেই নিউ ইংল্যান্ডের কোচ কালেব পর্টার। এমনকি তাঁর দলের যেসব খেলোয়াড়ের মেসির প্রতি মুগ্ধতা আছে, তাঁদেরও মায়ামির বিপক্ষে একাদশে না রাখার ঘোষণাও দিয়েছেন পর্টার।
নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই ম্যাচে অবশ্য মেসি ও লুইস সুয়ারেজের খেলা নিয়ে সংশয় ছিল। মূলত কৃত্রিম টার্ফে ম্যাচটি আয়োজিত হতে যাওয়ার কারণে তৈরি হয়েছিল এ শঙ্কা। তবে ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন কোচ টাটা মার্তিনো সব খেলোয়াড়ের খেলার জন্য প্রস্তুত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেছেন, 'দলের সব খেলোয়াড় প্রস্তুত আছে, যারা সুস্থ আছে তারা দলের সঙ্গে যাবে। পরে আমরা নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোন ফরমেশনে খেলব তা ঠিক করব। আমরা গত বছর শার্লটের বিপক্ষে কৃত্রিম টার্ফে খেলেছি। সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।'
এদিকে এই ম্যাচ নিয়ে রোমাঞ্চিত হওয়ার কথা বলেছেন নিউ ইংল্যান্ড কোচ পর্টার। ম্যাচটিতে খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চটা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'ছেলেরা খুবই রোমাঞ্চিত। স্টেডিয়াম একেবারে দর্শকপূর্ণ থাকবে। আমার মনে হয় এটা বোস্টনের খেলার ইতিহাসে সর্বোচ্চ (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) উপস্থিতির ফুটবল ম্যাচ হতে যাচ্ছে। আর এমন ম্যাচের জন্য আপনি যদি উজ্জীবিত হতে না পারেন, রোমাঞ্চিত হতে না পারেন এবং পারফর্ম করতে না পারেন, তবে আপনার ম্যাচটি খেলতে যাওয়ার দরকার নেই।
পাশাপাশি মেসিতে মুগ্ধ খেলোয়াড়দের একাদশের বাইরে রাখার হুমকি দিয়ে নিউ ইংল্যান্ড কোচ আরও বলেছেন, 'তারা যদি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন থাকে, তবে তাদের সেখানে থাকার দরকার নেই। আমাদের লিগে আপনি প্রতি সপ্তাহে কারও না কারও প্রতি মুগ্ধ হতে পারেন। আমাদের লিগে অনেক বড় মাপের খেলোয়াড় আছে। ব্যাপারটা অনেকটা এটা বলার মতো যে আপনি যদি লেব্রন জেমসের বিপক্ষে এনবিএতে খেলেন তবে কি তার প্রতি আপনি মুগ্ধ হয়ে থাকবেন? যদি আপনি হন, তবে আপনার খেলার দরকার নেই। আমি চেষ্টা করব যাদের মুগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তেমন কাউকে একাদশে না রাখার।'

পাঞ্জাব হতে পারল না মুম্বাই

আপনজন ডেস্ক: ৪ ওভারে ৭১, ৩ ওভারে ৬৪ থেকে শেষ ওভারে ২৫ রান। উইকেট যতই রানপ্রসবা হোক না কেন, এমন সমীকরণ মেলানো কঠিন। তবে এবারের আইপিএলে ব্যাটসম্যানেরা এমন কঠিন সমীকরণ আগেও মিলিয়েছেন। আর বড় রান তাড়ার করার উদাহরণ তো মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সামনে তো ছিলই। গতকাল সর্বশেষ ম্যাচেই তো কলকাতার ২৬১ রান তাড়া করে জনি বেয়ারস্টোর সেঞ্চুরিতে হেসেখেলে জিতেছে পাঞ্জাব। আজ মুম্বাই অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সেটা পারেনি।
দিল্লির করা ২৫৭ রান তাড়া করতে নেমে তারা হেরেছে ১০ রানে। শেষ ওভারের প্রথম বলে তিলক বর্মা ৬৩ রানে রানআউট হলে মুম্বাইয়ের সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।
আজ নায়ক হওয়ার বড় সুযোগ ছিল হার্দিক পান্ডিয়ার। দারুণ শুরুও করেছিলেন, তবে ইনিংসটা বড় করতে পারলেন না। মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হওয়ার পর যেভাবে একের পর এক সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন, অবিশ্বাস্য কোনো ইনিংস খেলে দিল্লির করা ২৫৭ রান তাড়া করে দলকে জয় এনে দিতে পারলে হয়তো তা থেকে মুক্তিও পেতে পারতেন। পান্ডিয়া আজ আউট হয়েছেন ২৪ বলে ৪৬ রান করে। দিল্লির দেওয়া ২৫৮ রানের লক্ষ্যে মুম্বাই শুরুতেই হারায় রোহিত শর্মাকে। ৮ বলে ৮ রান করে আউট সাবেক অধিনায়ক। দ্রুত রান তুলতে গিয়ে পাওয়ার প্লেতেই ৩ উইকেট হারায় মুম্বাই, যদিও তারা তোলে ৬৫ রান। ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে নেমে এদিন সূর্যকুমার করেন ১৩ বলে ২৬ রান। মুম্বাইকে ২৫৭ রানের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন মূলত তিলক ও টিম ডেভিড। দুজনে ষষ্ঠ উইকেটে ২৯ বলে ৭০ রানের জুটি গড়েন। তাতে মুম্বাই জয়ের সম্ভাবনাও অনেকটাই জাগিয়েছিল। ডেভিড ১৭ বলে ৩৭ রান করে আউট হন।
এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ঝোড়ো শুরু করে দিল্লি ক্যাপিটালস। আর এই ঝোড়ো শুরুর নেতৃত্বে ছিলেন সেই জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। এর আগে গত শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ১৫ বলে ফিফটি করেছিলেন, যেটি ছিল আইপিএলে দ্রুততম। আজও ফিফটি করেছেন ১৫ বলে। আজ ১১ চার ও ৬ ছক্কায় ফ্রেজার-ম্যাগার্ক খেলেছেন ২৭ বলে ৮৪ রানের ইনিংস। ফ্রেজার-ম্যাগার্কের ইনিংসের একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল ক্রিস গেইলের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙতে পারেন তিনি।
তবে শেষ পর্যন্ত পারেননি। ফ্রেজার-ম্যাগার্ক আউট হলে অভিষেক পোরেলের সঙ্গে ৪৬ বলে গড়া ১১৪ রানের জুটি ভাঙে ম্যাগার্কের। ওপেনিংয়ে সুযোগ পেয়ে পোরেল করেছেন ২৭ বলে ৩৬। এরপর শাই হোপের ১৭ বলে ৪১ আর ট্রিস্টান স্টাবসের ২৫ বলে ৪৮ রানের অপরাজিত ইনিংসে দিল্লি তোলে ২৫৭ রান। এত ঝড়ের ভিড়েও যশপ্রীত বুমরা নিজেকে ঠিকই সামলে রাখতে পেরেছেন। প্রথম ওভারে আজ ১৮ রান দেওয়া বুমরা পরের ৩ ওভারে খরচ করেন মাত্র ১৭ রান।
দশম ম্যাচে পঞ্চম জয় পওয়া দিল্লি আছে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে। অন্যদিকে নবম ম্যাচে ষষ্ঠ হারের স্বাদ পাওয়া মুম্বাই আছে নয়ে।

ফ্রেজার-ম্যাগার্কের ২৭ বলে ৮৪ রানের ঝড়েও অক্ষত গেইল-রায়নাদের রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: রিপ্লে দেখছি না তো—মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে আজ জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের ব্যাটিং দেখে এমনটা কারও মনে হতেই পারে! বেশি দিনও তো নয়, ১০ দিন আগেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ঠিক এমন বিধ্বংসী ব্যাটিংই করেছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান। সেদিনের ইনিংসটির সঙ্গে ফ্রেজার-ম্যাগার্কের আজকের ইনিংসের অনেক মিল। সেদিন হায়দরাবাদের বিপক্ষে ফিফটি করেছিলেন মাত্র ১৫ বলে, যেটি এবারের আইপিএলে দ্রুততম। আজ মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষেও ফিফটি ১৫ বলেই। পিযুষ চাওলার বলে আউট হওয়ার আগে আজ ১১ চার ও ৬ ছক্কায় ফ্রেজার-ম্যাগার্ক খেলেছেন ২৭ বলে ৮৪ রানের ইনিংস। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ক্রিস গেইলের। ২০১৩ সালে পুনের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুর হয়ে ৩০ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন গেইল। ম্যাগার্কের ইনিংসের একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল গেইলের সেই রেকর্ড হুমকির মুখেই পড়তে যাচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি। সেঞ্চুরি না হলেও ম্যাগার্কের ইনিংসের মাহাত্ম্য খুব একটা কমেনি। অবশ্য এবারের আইপিএলে এমন ইনিংস আরও কয়েকটি দেখা গেছে।
৮৪ রানের ইনিংসে ম্যাগার্ক পাওয়ার প্লেতে করেছেন ৭৮ রান। এটি অবশ্য আইপিএলে পাওয়ার প্লেতে কোনো একজন ব্যাটসম্যানের রান তোলার রেকর্ড নয়। এবারের আইপিএলেই পাওয়ার প্লেতে এর চেয়ে বেশি রান তুলেছেন ট্রাভিস হেড। এই দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষেই পাওয়ার প্লেতে ৮৪ রান করেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হেড।
সব মৌসুম মিলিয়ে আবার হেডের এটিই সর্বোচ্চ নয়। পাওয়ার প্লেতে সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড মিস্টার আইপিএল হিসেবে পরিচিত চেন্নাই সুপার কিংসের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়নার। ২০১৪ সালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে পাওয়ার প্লেতে ৮৭ রান করেছিলেন রায়না। এই বাঁহাতি ৮৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মাত্র ২৫ বলে। বোঝাই যাচ্ছে সেদিন কী ঝড়টাই না তুলেছিলেন রায়না! রায়নার সেই ঝড়ের সমাপ্তি সেদিন হয়েছিল রানআউটে কাটা পড়ে। আজ ম্যাগার্ক ৮৪ রানের ইনিংসে ৮০ রানই করেছেন বাউন্ডারি থেকে। অর্থাৎ, মোট রানের ৯৫.২৩ শতাংশই তিনি করেছেন বাউন্ডারিতে। বাউন্ডারি থেকে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও রায়নারই। সেই ৮৭ রানের ইনিংসের ৮৪ রানই রায়না করেছিলেন ছক্কা আর চার থেকে। শতাংশের হিসেবে ৯৬.৫৫ শতাংশ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যে চার দলকে সেমিফাইনালে দেখছেন যুবরাজ

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর ৩৪ দিন বাকি। বিশ্বকাপের স্কোয়াড এখনো দিতে শুরু করেননি কোচরা। কিন্তু এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে টুর্নামেন্টের ফেবারিট নির্বাচন। গতকাল এই কাজটা করেছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং।
ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা...এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টিতে দারুণ ছন্দে আছে বেশ কয়েকটি দল। এর মধ্যে চারটি দল বেছে নেওয়া সহজ নয়। কঠিন সেই কাজটিই করেছেন যুবরাজ, বেছে নিয়েছেন সেমিফাইনালের চার ফেবারিট দল। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রাখা যুবরাজকে গতকাল এবারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত করেছে আইসিসি। এর আগে তারা শুভেচ্ছাদূত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার ক্রিস গেইল ও স্প্রিন্ট কিংবদন্তি জ্যামাইকান উসাইন বোল্টকে।
যুবরাজকে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর আইসিসির ইনস্টাগ্রামে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে যুবরাজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চার সেমিফাইনালিস্ট কারা হবে বলে মনে করেন তিনি।
যুবরাজ এর উত্তরে স্বাগতিক ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে রাখেননি। তাহলে কোন চারটি দলকে বেছে নিয়েছেন যুবরাজ? শোনা যাক তাঁর কণ্ঠেই, 'ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান।' এই চার দলকে কেন ফেবারিট মনে করছেন, এর ব্যাখ্যা অবশ্য দেননি যুবরাজ।

বায়ার্নে থেকে যেতে ভক্তের সই সংগ্রহ, তবু রাজি নন টুখেল

আপনজন ডেস্ক: জাভি হার্নান্দেজ 'ইউটার্ন' নিয়েছেন। মৌসুম শেষে বার্সেলোনা ছাড়ার ঘোষণা দিলেও সম্প্রতি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন জাভি। বার্সার কোচ হিসেবে থেকে যেতে চান ২০২৫ সালের জুনে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করে। তবে টমাস টুখেল নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতে চান না। বায়ার্ন মিউনিখের এক সমর্থক টুখেলের থেকে যাওয়ার দাবিতে পিটিশন (সই সংগ্রহ) চালু করলেও তাতে কান দিচ্ছেন না এ জার্মান কোচ।
গত বছরের মার্চে ইউলিয়ান নাগলসমানকে ছাঁটাই করে টুখেলকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় জার্মানির সফলতম ক্লাব বায়ার্ন। তবে টুখেলের অধীনে ঘরোয়া প্রতিযোগিতাগুলোয় ভালো করতে পারেনি বাভারিয়ানরা। মৌসুমের শুরুতেই ট্রফি জেতার সুযোগ থাকলেও জার্মান সুপার কাপে লাইপজিগের কাছে ৩-০ গোলে হেরে যায় বায়ার্ন। এরপর জার্মান কাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে পড়ে। নিজেদের 'সম্পত্তি' বানিয়ে ফেলা বুন্দেসলিগা শিরোপাও কদিন আগে হাতছাড়া হয় বায়ান লেভারকুসেনের কাছে। গত ফেব্রুয়ারিতে টানা ৩ ম্যাচ হারের পরই মৌসুম শেষে টুখেলকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত জানায় বায়ার্ন। তবে তাঁর অধীনে বায়ার্ন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে ওঠায় সমর্থকেরা এখন তাঁকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন। এ লক্ষ্যে গত মঙ্গলবার 'চেঞ্জ ডট অর্গ' নামে একটি ওয়েবসাইটে পিটিশন চালু করেছে বায়ার্নের এক সমর্থক। সেখানে এখন পর্যন্ত ১৬ হাজার ১৮১ জন স্বাক্ষর করেছেন এবং সইয়ের সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে।
তবু বায়ার্নে আর থাকতে রাজি নন টুখেল। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যায় ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুন্দেসলিগার ম্যাচে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের মুখোমুখি হবে বায়ার্ন।
ম্যাচ সামনে রেখে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ৫০ বছর বয়সী কোচ বলেছেন, 'ওরা (ভক্তরা) চায় আমি থেকে যাই। বিষয়টি আমার জন্য ভালো হলেও আমার অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। এটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছি না। আগামী ১১ দিন আমি শুধু ফুটবল নিয়েই ভাবব। এর বাইরে কিছু নয়। এটা আনন্দদায়ক হোক কিংবা অপ্রীতিকর, নিজেকে এর দ্বারা প্রভাবিত হতে দিতে পারি না।'
ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে টুখেল বলেছেন, 'আগামীকাল (আজ) আমাদের একটা পরীক্ষা আছে। হয় আমরা বিক্ষিপ্ত হব, নয়তো সমাধান খুঁজে পাব। এখন কানে হেডফোন লাগিয়ে চলতে হবে এবং এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। এটাই আমার কাজ।'
শোনা যাচ্ছে, টুখেলের জায়গায় বায়ার্নের কোচ হতে পারেন বর্তমানে অস্ট্রিয়া জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা রাল্ফ রাংনিক অথবা অ্যাস্টন ভিলার উনাই এমেরি। 'গেগেনপ্রেসিং' স্টাইলে খেলার 'গডফাদার'খ্যাত রাংনিক কদিন আগে নিজেই নিশ্চিত করেছেন, তাঁর সঙ্গে বায়ার্ন কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ হয়েছে। যদিও দলটির নতুন কোচ হতে যাওয়ার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন। আর এমেরির সম্ভাবনাটা এখনো গুঞ্জনেই সীমাবদ্ধ।
এ পরিস্থিতিতে বায়ার্ন সমর্থক যে পিটিশন চালু করেছে, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে 'আমরা ইউপেলকে (টুখেলকে) চাই এবং রাংনিককে নয়!' পিটিশনের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'এমেরি ও রাংনিকের মতো কোচ পদপ্রার্থীদের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, তাঁরা টুখেলের মতো ভালো হবেন না। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল আমাদের ঘরেই (আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায়) হবে। সেটা বিবেচনায় নিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের আরও খুশি হওয়া উচিত যে তারা টুখেলের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের একজন অসাধারণ কোচ পেয়েছে।'
২০২০ সালে টুখেলের অধীনেই নিজেদের ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ওঠে পিএসজি। করোনাকালীন সেই ফাইনালে টুখেলের বর্তমান ক্লাব বায়ার্নের কাছেই হেরে যায় পিএসজি। তবে পরের বছর চেলসিকে তিনি ঠিকই ইউরোপীয় ক্লাব শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট এনে দেন। এবার বায়ার্ন তাঁর অধীনে শিরোপা থেকে দুই ধাপ দূরে আছে।
ভক্তের পিটিশন বায়ার্ন মিউনিখ কর্তৃপক্ষও আমলে নিচ্ছে না। ক্লাব সম্মানিত সভাপতি উলি হোয়েনেস গতকালই জার্মান পত্রিকা ফ্রাঙ্কফুর্টার আলজেমাইন জাইটুংকে জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন কোচ চূড়ান্ত করে ফেলা হবে।

প্রিমিয়ার লিগে ফিরে উদ্‌যাপনে মাতল লেস্টার সিটি

আপনজন ডেস্ক: ২০১৫-১৬ মৌসুমে রূপকথার গল্প লিখে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল লেস্টার সিটি। হিসাবের বাইরে থাকা দলটির শিরোপা জয় শুধু ইংলিশ ফুটবলেই নয়, বিশ্ব ফুটবলেই স্মরণীয় এক ঘটনা হয়ে আছে। চলতি মৌসুমে জাবি আলোনসোর বায়ার লেভারকুসেন লিগ শিরোপা নিশ্চিত করার পরও প্রাসঙ্গিকভাবে সামনে এসেছে লেস্টারের সেই ইতিহাস গড়ার প্রসঙ্গ।
কিন্তু লেভারকুসেনের সঙ্গে লেস্টারকে মিলিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, তখন ইংল্যান্ডের ক্লাবটি চালিয়ে যাচ্ছিল শীর্ষ স্তরে ফিরে আসার লড়াই। আগের মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের ১৮ নম্বরে থেকে শেষ করায় দ্বিতীয় স্তরে নেমে যেতে হয়েছিল লেস্টারকে। তবে ফেরার লড়াইয়ে অবশেষে জিতেছে 'ফক্সেস'রা। গতকাল রাতে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের কাছে লিডস ইউনাইটেড ৪-০ গোলে হেরে যাওয়ায় নিশ্চিত হয়েছে লেস্টার সিটির প্রিমিয়ার লিগে ফেরা।
ইএফএল চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে শীর্ষে আছে লেস্টার। ৪৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৯৪। দুইয়ে থাকা লিডসের পয়েন্ট ৪৫ ম্যাচে ৯০। লিডসের সামনে আর ম্যাচ আছে একটি। এই এক ম্যাচে লিডসের পক্ষে লেস্টারকে টপকানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে তিনে থাকা ইপসউইচের পয়েন্ট ৪৩ ম্যাচে ৮৯। তিন ম্যাচে পয়েন্ট টেবিলে একমাত্র তাদের সামনে সুযোগ আছে পরের তিন ম্যাচে লেস্টারকে টপকে যাওয়ার।

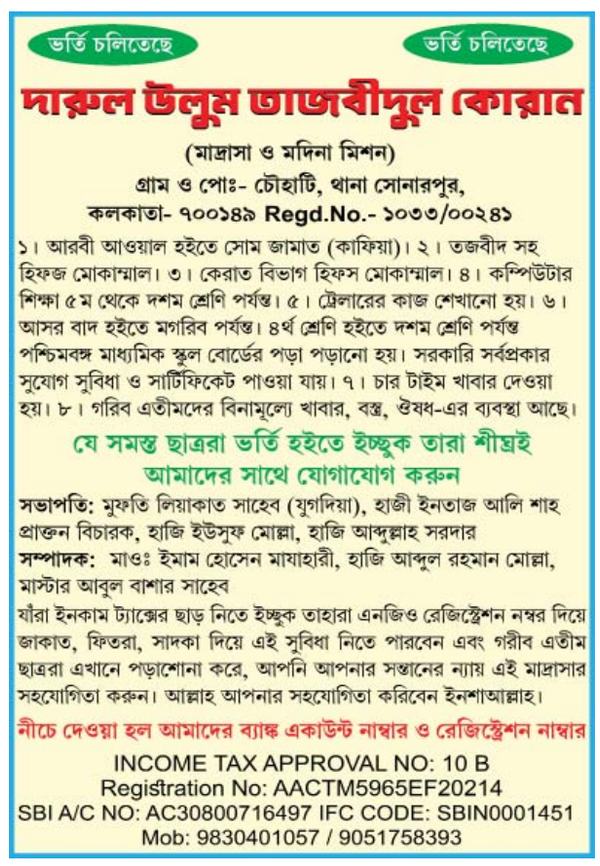

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**